# কলিযুগ

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন

প্রণীত।

"We must put aside this method of censuring the lump, and bring things to the test of true or false.—Bacon.

শ্রীক্ষেত্রনাথ সেন কর্তৃক প্রকাশিত

১৩১৮

মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র


WILKINS PRESS
KNOWLEDGE IS POWER

# উৎসর্গ পত্র।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়

শ্রীচরণেষু

মহাত্মন্!

অনেক রকমের হোম্‌রা-চোম্‌রা বন্ধুবান্ধব থাকা সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্র পুস্তক আপনারই করকমলে অর্পণ করিলাম। আপনি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ধন মান পদমর্য্যাদাদি আপনার কিছুই নাই; পরন্তু আপনাতে যে সকল প্রকৃত মনুষ্যোচিত গুণরাশি বিদ্যমান, তাহা অমূল্য। বাচনিক থিয়সফিষ্ট্ আমরা অনেকেই, কিন্তু আপনি থিয়সফিষ্ট্ হৃদয়ে ও কার্য্যে। আপনার জীবনগ্রন্থ হইতে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছি।

বিনয়াবনত সেবক

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

# কলিযুগ

সত্যযুগে যাহা ছিল, বর্ণিত পুরাণে।
ত্রেতার রামচন্দ্র-কথা কবিতে ব্যাখানে
লীলারসময় কৃষ্ণ দ্বাপরান্ত-কালে,
দেখা'লেন কত খেলা মথুরা গোকুলে।
ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে সম্বোধি' অর্জ্জুনে
শিখা'লেন পরতত্ত্ব গীতার ব্যাখ্যানে;
—সমগ্র জগতবাসী যে বারতা শুনে
অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণ নাম ধন্য ধন্য গণে!
পাণ্ডবের সখা হ'য়ে কুরুকুল নাশি'
রাখিলেন কীর্ত্তি ভবে মহিমা প্রকাশি'
হইল ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয়;
ত্রিলোকে ঘোষিত কৃষ্ণ-নাম-দয়াময়।
"সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত-নিধন,
"অবতার-কার্য্য এই ন্যায়ের স্থাপন।"
কেশব কংসারি হরি! ত্রিতাপহরণ!
অধমে করুণা কর দিয়ে শ্রীচরণ।

মহাভারতের যুদ্ধ অবসান পরে
দেশে না রহিল আর জ্ঞানী-মহাজন ;
ছারখার হ'ল রাজ্য সেই রণঘোরে ;
উপযোগী লোক সব পাইল নিধন।

সেই সংগ্রামের শেষে যে কেহ রহিল
দিতে সাক্ষ্য ভারতের গৌরব-কালের
তা'রা যেন সবে প্রাণহীন-দেহ হ'ল
উৎসাহ-উদ্যম সব ঘুচিল তা'দের।

পিতা-পুত্র-ভ্রাতৃ-বন্ধু-শোকেতে অধীর,
সংসার-ক্ষেত্রেতে কেহ না রহিল আর ;
ব্যাকুল-হৃদয় সবে চঞ্চল-অস্থির,
নির্জ্জন-নিবাস শেষ করিলেক সার।

জন-কোলাহল হ'তে লইল বিদায়
ঘুচা'য়ে দেশের আশা-ভরসা সকল ;
ভারতবাসীরা সবে হ'ল অসহায় ;
উন্নতির পথে এবে পড়িল অর্গল।

মানব-দেহেতে যাহা হয় বা সম্ভবে
প্রকাশিয়ে বাসুদেব আপন সত্তাতে,
চরম দেখা'য়ে মহাভারত-আহবে
অবসর লইলেন কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে।

কাটাইয়া দ্বারকাতে শেষ-কয়-দিন
শোকে-তাপে-ক্লিষ্ট হ'য়ে ত্যজিলেন তনু

ভারত হইল কৃষ্ণরবি-তেজোহীন
আর না উদিবে হেন প্রভাময় ভানু!

কৃষ্ণের লীলার শেষ প্রভাস তীর্থেতে,
যদুকুল ধ্বংস করি' হিরণ্যার তীরে।
সেই শোকে বলদেব দেব-স্বরগেতে*
যোগাসনে ত্যজিলেন নশ্বর শরীরে।

হায়! সে দারুণ কাণ্ড মনে হ'লে পরে,
সেই ভয়ানক স্থান নয়নে হেরিলে
পাষাণ-হৃদয় দ্বিধা হইয়ে বিদরে
শোকে কা'র বক্ষ নাহি ভাসে অশ্রুজলে?

যদুকুল-শোণিতে হিরণ্যা প্রবাহিত,
একথা যখন ভাবে দর্শক ভাবুক,
—সেই প্রান্তরেতে কোটিবীর সমাহিত—
বৃত্তান্ত স্মরিয়ে তা'র ফে'টে যায় বুক।

* প্রভাস বা সোমতীর্থ, সোমনাথ ও ভেরাওয়ল-বন্দর খুব কাছাকাছি। হিরণ্যা নাম্নী একটী ক্ষুদ্র নদী প্রভাস-যজ্ঞ-স্থলের নিম্ন দিয়া প্রবাহিতা। সেই নদীতীরে কয়েকটী বৃক্ষের মাঝে এক খানি বড় প্রস্তরাসন রক্ষিত। পাণ্ডারা বলেন, উহারই উপরে বসিয়া বলরাম দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। উক্ত স্থানকে দেবস্বর্গ বলে। যে নিম্ববৃক্ষতলে শ্রীকৃষ্ণের দেহান্ত হয়, তাহাও অদ্যাপি দণ্ডায়মান বলিয়া একটী গাছ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এরূপ দোকানদারী ও জালসাজী প্রায় সকল প্রাচীন তীর্থস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

অদ্যাপি হিরণ্যা শরগুল্ম ধরি' বুকে*
বাহতেছে ধীরে-ধীরে কহিয়ে কাহিনী ;
তীর্থযাত্রীগণে মুগ্ধ করিতেছে শোকে
"হের আর কাঁদ" বলি' উচ্চারিছে বাণী।

কাঁদিছ কাঁদাইতেছ দর্শক সকলে,
হ'বে না কাঁদিতে আর, নিকটে সাগর ;
জুড়াও তাপিত-প্রাণ সিন্ধুর সলিলে,
সঙ্গমে* ভাসাও শোক খুলিয়ে অন্তর।

অর্জ্জুনাদি কৃষ্ণ-শোকে আকুল-পরাণ
সাম্রাজ্য-বিভব তুচ্ছ গণি' মনে মনে
মহাপ্রস্থানের তীর্থে করিল প্রয়াণ,
ভারত মস্তকহীন হ'ল এতদিনে।

জ্ঞান-ধর্ম্ম হ'ল লোপ, কলি উপস্থিত,
রাজ্যমধ্যে ঘটে চারিদিকে অমঙ্গল ;
মুনিকোপে শাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিত ;
সর্ব্বত্র সত্যের নাশ সদা বিশৃঙ্খল।

---

* হিরণ্যা খুব ছোট নদী, বর্ষা ব্যতীত অন্য সময় অতি মন্দগতি ; এজন্য উহার জলে বিস্তর নল-খাগড়ার জঙ্গল দেখা যায়। পৌরাণিক কিম্বদন্তী অনুসারে যদুবংশের দুর্দ্দান্ত যুবকগণ কর্ত্তৃক ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয়িত কুলনাশন মুষল হইতে উহাদের জন্ম।

* আরবসাগরসহ সঙ্গম।

যদুবংশে-বজ্রনাভ, কুরু-জন্মেজয়,
কলির আরম্ভে রাজা যুবা দুইজন,
যা'ও কিছু ইঁহাদের রাজ্যের সময়
আর্য্যজ্ঞান-প্রভাবের ছিল নিদর্শন।

গৌরব-রবির অস্ত ইঁহাদের সনে ;
—মুনি-ঋষি সকলে হ'লেন অন্তর্দ্ধান !
আলো' আর না রহিল ভারত-গগনে,
অন্ধকারে ঢাকিল দেশের সর্ব্বস্থান।

বহুদিন তিমিরেতে মুখ লুকাইয়ে,
ঘৃণিত, অপরিচিত, অজ্ঞাত জগতে,
কষ্টের সাগরে ভাসি' অভাগিনী হ'য়ে
যাপিল ভারত কাল দুঃখেতে-শোকেতে।

পরে ধর্ম্মবীর শাক্য হ'য়ে আবির্ভূত
—সুসাম্যাবতার বুদ্ধ অবতার-শেষ,
মহাজ্ঞান প্রচারিল অতীব অদ্ভুত,
ভারতের খ্যাতি ব্যাপ্ত হ'ল বহুদেশ।

সভ্য-পৃথিবীর অর্দ্ধলোক শিষ্য হ'ল।
ভারত উঠিল পুনঃ সাম্রাজ্য-গৌরবে—
অশোকের জয়ডঙ্কা চৌদিকে বাজিল,
—অদ্যাপি যাঁহার যশ ঘোষিত এ ভবে।

বৌদ্ধ-যুগে ভারতের যেরূপ উন্নতি
কলিতে তেমন আর হওয়া অসম্ভব,—

জ্ঞান-ধর্ম্ম-সাম্রাজ্যের একত্র সঙ্গতি,
সমস্তই সুশৃঙ্খল সামঞ্জস্য সব।

সেকন্দর সহ তদা য়ুনানী সকল
জয় করিবারে দেশ ভারতে পৌঁছিল;
সিন্ধুপারে কিছু দূর আইল সবল,
আর অগ্রসর হ'তে সাহসী না হ'ল।

আর্য্য-গৌরবের শেষ যা' ছিল তখন
পূর্ব্ব-তুলনায় তাহা সামান্য কিঞ্চিৎ,
তথাপি যা' দে'খেছিল বিদেশীয়গণ
—রাজ্যের সুসভ্য-ভাব, প্রজার চরিত,

দয়া, প্রেম, সত্য, নিষ্ঠা, সাম্যের বিধান,
প্রচ্ছন্ন চৌদিকে বহু জ্ঞানরত্ন-খনি,—
ভে'বেছিল তা'রা সব পর্ব্বত সমান—
দেশে গিয়া প্রশংসিল সহস্র বাখানি।

বহুপরে এ'সেছিল চীন দুই জন
বুদ্ধের আলয়ে বুদ্ধ পূজিবেক ব'লে;
উভে প্রকাশিল মত করি' পর্য্যটন,—
—অসত্য, চৌর্য্যের চিহ্ন কোথা'ও না মিলে।*

* ৪০০ খৃষ্টাব্দে ফা হিয়ান চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া পঞ্জাব, কাশ্মীর, মথুরা, মধ্যখণ্ড প্রভৃতি বহু জনপদ পরিদর্শন করেন। এই প্রকারে ছয় বৎসরকাল পর্য্যটনান্তর সিংহল ও যবদ্বীপ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করতঃ "ফো-কুয়ে-

কলিযুগ।

অবসাদ আসি' পুনঃ ভারতে ঘিরিল,
ক্রমে লোক সমাচ্ছন্ন অজ্ঞান-মোহেতে,
বুদ্ধের পবিত্র-শাস্ত্র বিকৃত করিল,
ঘোর-নাস্তিকতা-ভয় হইল দেশেতে
ধর্ম্মরাজ্যে উপস্থিত বড়ই বিপ্লব ;
ঈশ্বরের নাম বুঝি বিলুপ্ত হইল !
ভগবদ্ভক্ত ভয়াকুল-চিত্ত সব,
উচিত-বিধান-ভার শঙ্কর লইল।
শঙ্কর অদ্বৈতবাদ করিয়ে প্রচার
বৌদ্ধ-নাস্তিকতা নাশ করিতে লাগিল ;

কি" নামক ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রচার দ্বারা ইতিহাসের বিশেষ সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরে সপ্তমশতাব্দীর মধ্য-ভাগে হিউয়েন্থসাং আগমন করতঃ ন্যূনাধিক দ্বাদশ বর্ষকাল ভারতের নানাপ্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া যা'ন। ইঁহার পর্য্যটন-কাহিনীও অতি মূল্যবান। এই দুই মহাত্মার প্রচারিত সম্বাদ দ্বারা জানা যায় যে, তাঁহাদের সহিত মিথ্যাবাদী ভারতবাসীর সাক্ষাৎ হয় নাই, এবং তাঁহারা দেশের কোথাও এমন দেখেন নাই, যে লোকে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাত্রিতে নিদ্রা যায়, অর্থাৎ চোরের ভয় আদৌ ছিল না। এই দুই জন ব্যতীত বৌদ্ধপ্রভাবকালে আরও ছাপ্পান্ন জন চীন পরিব্রাজক ভারতের বৌদ্ধতীর্থসমূহ দর্শন করিতে আইসেন।

পাঠক! তুলনা করিয়া দেখুন, অবনতির পথে আমরা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি!!!

তাহারে পরাস্ত করে হেন সাধ্য কা'র ?
অচিরে বিপক্ষগণ নিরস্ত হইল।
কুমারিকা-অন্তরীপ হ'তে হিমাচল
অবাধে অদ্বৈতবাদ হ'ল প্রচারিত,
আর্য্যধর্ম্ম—তত্ত্বমর্ম্ম সকলে বুঝিল—
গূঢ়বৈজ্ঞানিক-সত্যস্রোতঃ প্রবাহিত।
অস্তগামী-সূর্য্য যথা গোধূলির-কালে
ছড়া'য়ে কিরণজাল যা'ন হাসি'-হাসি'
সমর্পিয়ে নিজরাজ্য তিমির-করালে
মহাবল-কালচক্র-মহিমা প্রকাশি'
সেই ভাবে অস্তমিত আচার্য্য-রতন
বৈজ্ঞানিক-ধর্ম্ম-জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া ;
যৌবনের শেষে মাত্র করি' পদার্পণ,
দুঃখিনী ভারতে পুনঃ দুঃখে ভাসাইয়া।
ডুবিল শঙ্কর-রবি নিবিল আলোক,
—দপ্ করি' জ্বলা আর অমনি নির্ব্বাণ।
ভারত মাতার হৃদে পশিল যে শোক
গভীরতা তা'র যেন সমুদ্র-সমান।
শঙ্কর-প্রতিভা-তেজে গেল যে সময়,
সামান্য সে ক'টা দিন দেখিতে দেখিতে
ফুরাইল যেন স্বপ্ন অতি সুখময়,—
আকাশ-বিদ্যুৎ-সম নাচিতে-নাচিতে।

নির্ব্বাণ-উন্মুখ-দীপ জ্বলে কতক্ষণ ?
মুমূর্ষু ভেষজবলে বাঁচে কয় দিন ?
আবার আঁধার আসি' দিল দরশন,
ভারত-গৌরব-রবি পুনঃ তেজোহীন।

সোহম্-জ্ঞানের সার বিস্মৃত হইয়া
নানাজনে নানামত করিল প্রচার,
শঙ্করের শাস্ত্র এবে বিকৃত করিয়া
আরম্ভিল কত লোক কত অত্যাচার।

দৌরাত্ম্যের কথা আর কি বলিব হায় !
সোহম্-বাক্যের অর্থ কিরূপ হইল,—
অসৎ কর্ম্মেতে কিছু নাহি প্রত্যবায়,
ধর্ম্মাধর্ম্ম, পরকাল-ভয় না রহিল।

মূঢ়েরা ভাবিল, "যদি আমরা ঈশ্বর"
—"সোহমের দ্বারা বল আর কি বুঝা'বে ?"
"প্রভেদ কিছুই নাই বিশ্ব-বিশ্বেশ্বর,"
"যাহা কিছু করি সব ঈশ্বরে বর্ত্তিবে।"

এই মহাভ্রমে পড়ি' ভারতবাসীরা
জ্ঞানেতে হইল অবনত দিন দিন,
মোহ-অন্ধকার-ঘোরে হ'ল দিশাহারা,
বিহ্বল-বিমূঢ়মতি-বিবেকবিহীন।

যে জন্যেতে মহাজ্ঞানী শঙ্কর-সুজন
বিকৃত বৌদ্ধের গর্ব্ব খর্ব্বিত করিল

তদপেক্ষা শতগুণ অনিষ্ট ভীষণ
বিকট-অদ্বৈতবাদ ভারতে আনিল।
জ্ঞানের প্রখরজ্যোতি বিলুপ্ত হইয়া
মোহাচ্ছন্ন হ'ল দেশ অজ্ঞান-তিমিরে,
সনাতন-ধর্ম্ম-ভাব নিস্তেজ করিয়া
অবিদ্যা গ্রাসিল আসি' আর্য্যসন্তানেরে।

ইতোপূর্ব্বে একবার অল্পকাল-তরে
ধূমকেতুসম উদি' ভারত-আকাশে
একদেশ আলো করি' অবন্তি-নগরে
দেখা দিয়াছিল জ্ঞান বিক্রম-আবাসে।
সান্দীপণি-সমীপেতে কৃষ্ণ-বলরাম
যেথা শিখিলেন জ্ঞান শিষ্য হ'য়ে তাঁ'র,
মুনির আশ্রম সেই ধন্য পুণ্যধাম,
অধুনা দিয়াছে অঙ্কপাত* নাম যা'র।
সেইস্থানে একবার চমকি' উঠিল
স্বল্পসময়ের জন্য বিস্তারিয়ে কর,
আর্য্য-প্রতিভার জ্যোতি দিক্ আলোকিল
বহুদিন বহুদিন বহু দিনান্তর।

* উজ্জয়িনী, অবন্তির ধ্বংসবিশেষ ও অঙ্কপাত একেবারে লাগালাগি, ক্ষিপ্রানদীতীরে অবস্থিত।

অবন্তি গৌরব-সাক্ষী বৃদ্ধ মহাকাল
দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ * মধ্যে শোভমান,
মন্দির-প্রাঙ্গনে যাঁ'র আদি রঙ্গশাল,
—কবি ভবভূতি-কীর্ত্তি-অভিনয়-স্থান।†
আর বিরাজেন সেথা ভীমা মহাকালী,‡
তাল আর বেতাল যাঁ'র প্রহরী দু'জন,
ক্ষিপ্রাতটে যাহাদের মূরতি বিশালী §
অদ্যাপি ত্রাসিত করে দর্শক-নয়ন।

* সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্ উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারমমরেশ্বরে কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্ বারাণস্যাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দারুকাবনে সেতুবন্ধেতু রামেশং ঘুষ্মেশঞ্চ শিবালয়ে।

† ভবভূতিপ্রণীত উত্তররামচরিত নাটক এই খানে অভিনীত হয়, এইরূপ কথিত যে ভারতবর্ষের উহাই প্রথম থিয়েটার।

‡ মহাকালীর প্রীত্যর্থ পূর্ব্বে নরবলি হইত, তাহার নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটী শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত নরমুণ্ড অদ্যাপি মন্দিরদ্বারে প্রদর্শিত। কিম্বদন্তী কবি-কালিদাস এই খানে সিদ্ধিলাভ করেন।

§ কালী-মন্দিরের সম্মুখস্থ ক্ষিপ্রার বাঁধাঘাটের উভয় পার্শ্বে তাল-বেতালের দুইটী ভীষণ মূরত দেখিতে পাওয়া যায়। জন-শূন্য-স্থানে ঐরূপ দৃশ্য দর্শকের মনে ভয় সঞ্চার না করিবে কেন?

যে দে'খেছে সে বু'ঝেছে বিক্রম-মহিমা,
কালিদাস-বররুচি সভাসদ যাঁ'র
যাঁ'দের পাণ্ডিত্য-কথা ভারত-গরিমা।
হায়! কি সেদিন ফি'রে আসিবেক আর?
আর আসিবে না ফিরি' ভারতে সে ভাব,
যাহা যায় তাহা পুনঃ কভু নাহি ফিরে,
কালের নিয়ম এই কঠোর-প্রভাব,
—উন্নতি-কমলা স্থির নহে কা'রো ঘরে।

শঙ্করের পরে উপস্থিত যে রজনী,
সে রজনী পোহাইতে যা'বে বহুকাল;
আঁধার-আঁধারময় সে ঘোর যামিনী
তিমির তাহার যেন কালান্তক-কাল।
ভারতের রাজা-প্রজা লোক-সমুদয়
—লক্ষ্যহীন তরী যথা কাণ্ডারী-বিহনে
অলস-অবশ-ভাবে ভে'সে চ'লে যায়—
উদ্যম-উদ্দেশ্য-হীন হ'ল এতদিনে।
পরস্পর-বৈরভাব, সত্যে-উদাসীন;
একতা-অভাবে দেশে শতেক বিভাগ
সাম্রাজ্যের প্রতি সবে মমতাবিহীন,*
জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রেমে কা'রো নাহি অনুরাগ।

* চক্রবর্ত্তী-সম্রাটের অভাবে রাজসূয়-যজ্ঞাদি নাই, প্রাদেশিক

বিচ্ছিন্ন-ভারতে বহু ক্ষুদ্র-সম্প্রদায়,
লিঙ্গী, ধর্ম্মধ্বজী, শঠ, নিতান্ত-অসার।
শম-দম-চর্চ্চা কোথা গেল চলি', হায়!
কৈতব-কপটভার সর্ব্বত্র প্রচার।

রত বাহ্য-অনুষ্ঠানে, বহির্ম্মুখী মন;
অন্তরের-নিষ্ঠা, ভক্তি, সরল-সাধনা,
পরার্থপরতা, পুণ্য, সব বিসর্জ্জন:
—ক্ষুদ্র-স্বার্থ-চিন্তা, নীচ-জঘন্য-ভাবনা।

এইভাবে চিরদিন চলিতে না পারি;
নিম্নতর দুরবস্থা ঈশ্বর-আদেশ,
—বহুদুঃখ পে'তে হ'বে ভারতবাসীরে,
স্বাধীনতা হারাইয়া নানাবিধ-ক্লেশ।

মন্দ-হ'তে-মন্দতর, উত্তমাদুত্তম,
অনিবার্য্য-গতি দৃষ্ট সংসার-মাঝারে;
এক-ভাবে-স্থির নাই কুত্রাপি নিয়ম,
—পূর্ব্বেতে, পশ্চিমে, কিম্বা দক্ষিণে, উত্তরে।

আগাইতে না পারিলে পিছনে হটা'বে,
দাঁড়াইয়া ভাবিবার নাহিক বিধান,
প্রকৃতির হাতে প্রাণ বিসর্জ্জিতে হ'বে
শত-পদ-তলে পড়ি' পিপীড়া-সমান।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিগণ স্ব স্ব প্রধান, কাজেই ভারতের সাম্রাজ্য-ভাব তিরোহিত।

সর্ব্বত্র ছুটি'ছে সবে সম্মুখে পশ্চাতে
দ্রুতবেগে, উন্নতি বা অবনতি পানে :
ক্ষণেকের তরে কেহ না পায় বসিতে
জড় বা উদ্ভিদ্, জীব, যে আছে যেখানে

বিধাতার সনাতন-বিধি-অনুসারে
ভারত-ভূপতিবর্গ বদ্ধ মোহপাশে ;
দ্বেষজ-দম্ভজ-দ্বন্দ্বে মত্ত পরস্পরে,
খাল কাটি' কুম্ভীর আনিল দ্বারদেশে ;

গৃহবিচ্ছেদের ফল অতাব-ভীষণ,
কর্ম্মদোষে সেই জ্ঞান বিলুপ্ত হইল
সাহায্য-কারণে বিদেশীর নিমন্ত্রণ,
—গৃহমাঝে আসি' শত্রু সহজে পশিল

এইবারে চরম আসি'ছে অধোগতি ;—
বিদেশীর পদাঘাত-চরণলেহন
উড়াইবে আদ্য-ভাব-প্রকৃতি-মূরতি ;
চিনিবার থাকিবে না কোন নিদর্শন।

খৃষ্ট-ধর্ম্ম দোষযুক্ত হইল দেখিয়া,
বিধির বিধানে, সত্য-প্রচার-কারণ,
আবির্ভূত আরব-দেশেতে মহম্মদ
একেশ্বরবাদ পুনঃ ঘোষিতে জগতে
"ঈশ্বরের অংশী নাই, নাই অবতার,

"সহকারী নাই কেহ শাসিতে সংসার ;
"একমাত্র তিনি বিশ্বে সকলের প্রভু ;
"তাঁহারই ভজনে জীব পায় পরিত্রাণ।
"'লা-শরিক্‌-খোদা' মাত্র আরাধ্য সবার ;
"তিনি ভিন্ন আর কেহ ভজনীয় নাই।
"কল্পনার বলে মূর্ত্তি গড়াইয়া তাঁ'র
"পূজা করে যেইজন, অতি মূঢ়মতি,
"ঘোর-অপরাধী সেই ইহপরলোকে.—
"সর্ব্বব্যাপী-অন্তহীন-অনাদি-বিভুর
"সীমাবদ্ধ প্রতিরূপ কেমনে সম্ভবে ?
"তিনি ভিন্ন সুর-নর কাহারো সম্মুখে
"অবনতশিরে 'সেজ্‌দা' কভু না বিধেয় :
"পূর্ব্বগত ঈশা, মুসা, ইব্রাহিম আদি
"সমান-শ্রদ্ধার-পাত্র 'আলেহস্‌সলাম' ।
"নির্ব্বিশেষে কিন্তু সবে 'বন্দা-খোদার',
"মহম্মদও তা'ই, মাত্র 'শেষ-প্যাগম্বর'।
"দণ্ডবৎ-প্রণামের যোগ্য কেহ নাই
"এ তিনভুবনে সেই বিশ্বপতি-বিনা।"—
ইস্‌লাম-ধর্ম্মের এই সার-উপদেশ
"আল্লার-রসুল" দ্বারা প্রচারিত হ'ল।
অটল-বিশ্বাস আর অদম্য-প্রভাব,
ততোধিক নির্ভীকতা, তেমনি উদ্‌যোগ ;
ধর্ম্মযুদ্ধে ক্লান্তি নাই, নাহিক বিশ্রাম ;

অথচ সঙ্গের সঙ্গী মাত্র কয়জন
ভক্ত-অনুচর ; শুদ্ধ তাহাদের বলে
বিপক্ষেরে দণ্ড দিতে সতত প্রস্তুত।
এ হেন বিশেষ-জীবে কে পারে জিনিতে ?
অতিক্রম করি' বিঘ্ন-বাধা-সমুদয়
জয়যুক্ত মহম্মদী-দল অবশেষে।
ঈশ্বরের মহিমায় আইল অচিরে,
সমগ্র আরব-রাজ্য ইস্‌লাম-অধীনে।

নবীন-ধর্ম্মের তেজে নব-সম্প্রদায়
ছুটিল চৌদিকে বহ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত ;
ধর্ম্মের প্রচার সহ রাজ্যের বিস্তার,
—অসাধ্য-সাধনে সদা-সর্ব্বদা উদ্যত।
নবধর্ম্মে দীক্ষিত, নবীন বলে বলী,
উচ্চ আকাঙ্ক্ষাতে মত্ত-মাতঙ্গের প্রায়,
জয়-জয়-রবে ডঙ্কা বাজা'তে লাগিল
যে দেশে বাড়ায় পদ যে দিকেতে যায়।
অর্দ্ধেক-ইউরোপ আর উত্তর-আফ্রিকা
অবাধে করিল গ্রাস মোস্‌লেম্‌-প্রবল,
—ব্রহ্মতেজে-তেজীয়ান, ইস্‌লাম্‌-নির্ভর,
বীরদর্পে উৎসাহিত, ঐশ্বর্য্য-বিহ্বল।
মহাবল-পরাক্রান্ত সেই মুসল্‌মান
পুণ্যের প্রতাপ যা'র সহায়-সম্বল,

"দীন"-"দীন"-রবে যা'র ধরা কম্পমান,
"বলং বলং ব্রহ্ম বলং" যারে দেয় বল।
"ধর্ম্মযুদ্ধে'ম্রতোবাপি তেন লোকত্রয়ম্ জিতম্।"
দিবানিশি এই মন্ত্র জপি'ছে ইস্‌লামী ;
—"জেহাদে" মরিলে হ'বে অমর-"সহিদ,"
অনায়াসে "রুহ্" তা'র হ'বে স্বর্গগামী।

য়ুরোপে বিস্তারি' রাজ্য বিবিধ-বিজ্ঞান
পূর্ব্ব দিকে এ'ল ক্রমে বীর-মুসল্‌মান,
খড়েগর বলেতে দেশ আনিয়া কবলে
আর্য্যভূমি শাসিতে লাগিল অবহেলে।
সেই দিন হ'তে আর্য্য-তত্ত্ব-কথা-লোপ
বাড়িল ইস্‌লামী বল-বিক্রম-প্রকোপ।
কত হিন্দুসন্তানেরে দীক্ষিত করিল
কৃপাণের মুখে যা'রা ধর্ম্ম তেয়াগিল।
বেদ-পুরাণের কেহ না করে সম্মান,
পড়িতে লাগিল হিন্দু আরবী-কোরাণ।
ক্ষত্রিয়েতে মুন্সী হ'ল মৌলবী ব্রাহ্মণ,
যা'র-তার মুখে শুন ফারসী-বচন।
"লাইলাহা-ইল্লিল্লায়'' অনেকেই মজে,
"একমেবাদ্বিতীয়ম্" কেহ নাহি বুঝে।
ওলাইবিবি, সত্যপীর ঘরে-ঘরে পূজে
ওঙ্কার-মহাসত্য কেহ নাহি ভজে।

২

বোস্তাঁ গোলেস্তাঁর কথা অনেকের মুখে
কাদম্বরী-শকুন্তলা দেখেনাক চোখে।
আখন্‌জী-মৌলবী-মোল্লার কতই সম্মান,
অধ্যাপক-উপদেশে নাহি দেয় কাণ।
পীর-প্যাগম্বর হ'ল জগন্মান্য লোক,
আর্য্য-অবতারগণ মুদিলেন চোক।
উজীর-বাদ্‌শার গল্প পিতামহী বলে
রাজা, রাণী, মন্ত্রী, শব্দ গেল সবে ভু'লে।
শিবালয় কালীবাড়ি যখানেতে ছিল,
দর্‌গা মসীদ সেথা নির্ম্মিত হইল।
যে দিকে তাকাও দেখ মৃতের কবর,
শ্মশান বিরাজ করে গ্রামের ভিতর।
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রাতে গঙ্গাস্নানে যায়
(দেখে) হোসেন-চাচা খু'লে কাচা নমাজেতে ধায়।
যাহাদের নাম ভয়ে আনিত না মুখে,
তা'দের সঙ্গেতে দেখা প্রত্যেক পলকে।
"দিল্লীর-ঈশ্বর" হ'ল "জগত-ঈশ্বর,"
এতদূর বিদেশীর বাড়িল আদর।
নবাব-রবাবে থরহরিকম্প সবে
কা'র সাধ্য পাঠানেরে মোগলে নিন্দিবে ?
ইস্‌লামের পুঁথি হ'ল যতনের ধন,
দর্শনাদি শাস্ত্রে আর নাহি কা'রো মন।

ইহাতেও পাৎশার মন না উঠিল,
ঋষি-প্রচারিত-গ্রন্থ নাশিতে লাগিল।
দুর্দ্দান্ত আরঞ্জীব আদেশিল সবে,
চতুর্ব্বেদ এ জগতে আর না রহিবে।
মার্-কাট্-রবে সব দুষ্ট-অনুচর,
পাতি-পাতি অন্বেষিল পণ্ডিতের ঘর।
খুঁজিয়া আনিল বেদ যেখানে যা' ছিল,
নিগমের বংশ বুঝি নির্ব্বংশ হইল।
রাজাজ্ঞাতে কত গ্রন্থ অগ্নিতে পুড়িল,
চারিবেদ প্রায় সব লোপ পে'য়ে গেল।
এ ঘোর-দুঃখের কথা কে কা'রে জানাবে?
মহাশোকে আকুল ভারতবাসী সবে।
বাদ্শার হুকুম প্রতিবাদ কেবা করে?
উপায় না পায় কেহ ভাবিয়া অন্তরে।
দিল্লীবাসী মহাবোদ্ধা জনৈক ব্রাহ্মণ
অভিনব প্রতিকার কৈল উদ্ভাবন।
"অল্লোপনিষদ্" নামে গ্রন্থ সযতনে
ত্বরায় রচিল দ্বিজ অদ্ভুত-কল্পনে,
কৌশলে লিখিল শাস্ত্র অতি-সাবধানে,
মহম্মদ-আল্লার নাম বেদমধ্যে ভণে।
শুনিয়া আল্লার গান আর্য্যের ভাষাতে,
"হজরৎ" "এলাহি" কথা বৈদিক-সুরেতে

মুগ্ধ হ'ল সম্রাট বর্ব্বর-দুষ্টমতি,
করিল সবার প্রতি এই অনুমতি,—
যে বেদেতে মুসলমান "দীনের" বারতা,
এরূপ খোদার গীত, এত উদারতা,
সর্ব্বত্র সে বেদ রক্ষা করিবেক সবে,
আর না ভারতে কেহ বেদ বিনাশিবে।
ধর্ম্মে-ধর্ম্মে রক্ষা হ'ল বেদের জীবন,
ধন্য বুদ্ধিজীবী সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ!
বেদ রক্ষা হ'ল যা'র বুদ্ধির কৌশলে
সহস্র প্রণাম তা'রে কর সবে মিলে।
কিরূপ শোকের কথা বল আজ হ'ত
সমস্ত ভারত হ'তে বেদ যদি যে'ত!

কালস্রোতে অঙ্গ ঢালি' পাঠান-মোগল
কর্ম্মদোষে হারাইল মহম্মদী-বল।
ভারতের জলবায়ু আয়েশ-আরাম
ভুলাইল বিভিন্নতা "হালাল"—"হারাম"
অহিফেন-মাদকাদি, নিষিদ্ধ কোরাণে,
নিত্য-ব্যবহার্য্য হ'ল মোস্‌লেম-জীবনে।
শৌর্য্য-বীর্য্য গেল চ'লে বিগত সাহস,
ব্যসনেতে মত্ত সদা কাজেতে আলস।
যত-কিছু ছিল গুণ—মহত্ত্ব-প্রতাপ
মুছিয়া ফেলিল আসি' নানাবিধ পাপ

বিজিত হইতে বিজেতার অবনতি,—
সর্ব্বত্র নিয়ম এই প্রকৃতির গতি।
অবশেষে জিত, জেতা, কৃতমুসল্‌মান
একত্রে মিশিল সবে খিচুড়ি-সমান।
একসঙ্গে বাস-হেতু বহুদিন-তরে
মিত্র হ'ল ভিন্ন দুই জাতি পরস্পরে ;
বিদেশীর চিহ্ন-ভাব তিরোহিত হ'ল
এক লাঙ্গলেতে দুই বলদ জুটিল।
উভয়ের মাতৃভূমি হ'ল হিন্দুস্থান,
পৃথক্ না করা যায় হিন্দু—মুসল্‌মান।
গলা-ধরাধরি করি প্রেমেতে মগন
অধোগতি-পথে পান্থ ভাই দুই জন

---

ভারতের ভোগেতে-বিলাসে মত্ত থাকি'
কঠোর ধর্ম্মের ভাব হ'ল অন্তর্দ্ধান
অবনতি কিছু আর না রহিল বাকী,
অধঃপাতে গেল "মজ্‌হবী" মুসল্‌মান।
নিজেরা ডুবিল, হিন্দুস্থান ডুবাইল
বাস্তবিক মরুভূমিময় হ'ল দেশ,
জ্ঞানরাজ্যে ঘোর অত্যাচার আরম্ভিল
সমস্ত বিলুপ্তপ্রায় যাহা ছিল শেষ।
প্রেম, ভক্তি, যোগ, ধর্ম্ম গেল সবে ভুলে ;
দুনিয়াদারিতে মগ্ন অবসন্ন লোক,

পবিত্র ভারত এবে গেল রসাতলে
গ্রাসিল সমগ্র দেশ পাপ-তাপ-শোক।

সরস প্রেমের রাজ্যে শুষ্কতা কঠোর ;
একটী জীবেরো নাই ঈশ্বরে নির্ভর ;
কোমল হৃদয় হ'ল কঠিন প্রস্তর ;
মোগল-পাঠান-হিন্দু সমান বর্ব্বর।

এই বিভীষণ-কালে
ভারত-আকাশ তলে
নবদ্বীপে আবির্ভূত জগন্নাথ গৃহে,
সচী দেবীর উদরে,
পতিত উদ্ধার তরে,
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু ধরিলেন দেহে।

ল'য়ে সব সাঙ্গোপাঙ্গ
হরিভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ
বঙ্গভূমে উদিলেন মহাপ্রভাশালী ;
মোহিত করি' রূপেতে,
ভাসা'য়ে প্রেমের স্রোতে
দিলেন ভক্তির সুধা প্রাণ ভরি' ঢালি'।
মাতিল রসের বঙ্গ
সুদূর অঙ্গ-কলিঙ্গ,
চারিদিকে ভক্তগণ নাচিয়া উঠিল।
উছলি' প্রেম-তরঙ্গ
কাঁপা'য়ে ভারত-অঙ্গ
হরিবোল ধ্বনি ভীমনাদে নিনাদিল।

বৃন্দাবন আবিষ্কার,
কৃষ্ণলীলা চমৎকার
প্রচারের ভার হস্তে ল'য়ে ভক্তরাজ
ভক্তি-বারি সিঞ্চনিয়ে

মৃতদেহে প্রাণ দিয়ে
মহাবল-পরাক্রমে সাধিলেন কাজ।
আপনি প্রেমেতে মে'তে
মাতাইলেন ভারতে
দয়াল-নামের শক্তি করিয়ে প্রচার ;
মহাপাপী উদ্ধারিয়ে,
ভক্তসঙ্গে ভক্ত হ'য়ে
দেখা'লেন আর্য্যগণে অদ্ভুত ব্যাপার।
পিপার * প্রতীতি-কথা
মীরার † ভক্তি-বারতা
সহযোগী হইল দেশোদ্ধার-সাধনে।

* পিপা—পশ্চিম-ভারতস্থ শ্রীগৌরাঙ্গের সমকালিক জনৈক মহাবিশ্বাসী ভগবদ্ভক্ত। কচ্ছদ্বীপের মাণ্ডবী-বন্দর হইতে পোতারোহণে দক্ষিণ-মুখে আসিবার সময় সুদৃঢ়-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতঃ কৃষ্ণচরণলাভোদ্দেশে দ্বারকার সম্মুখস্থ সমুদ্রজলে ঝম্পপ্রদান করেন। কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর সোণার-দ্বারকা ঐস্থানে সাগরগর্ভস্থ হয়, তথায় উপনীত হইয়া পিপা নারায়ণের দর্শনলাভ দ্বারা চরিতার্থ হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিজহস্তে তাঁহার বাহুদ্বয়ে শঙ্খচক্রগদাপদ্মের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রেরণ করেন, পাছে সংসারের লোক প্রচার করে যে পিপার ন্যায় পরমভক্ত পাগলের ন্যায় জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তদ্রূপ ছাপ অদ্যাপি দ্বারকা যাত্রীগণের বাহুযুগলে দেওয়া হইয়া থাকে।

† মীরাবাই—উদয়পুরের সুপ্রসিদ্ধ মহারাণী; ইনি

এক সময়ে ইঁহারা

পিপা, শ্রীগৌরাঙ্গ, মীরা,

হরিনামে সঁপিলেন দুর্লভ জীবনে।

হুলস্থুল প'ড়ে গেল,

মরুতে তরু জন্মিল

দয়াময়-প্রভুর নামের মন্ত্র বলে,

কঠোর শাসনাধীনে

কেবল নামের গুণে

লক্ষ লক্ষ পাষাণ-হৃদয় গেল গ'লে।

বস্ত্র কভু নাহি পারে

অনলেরে চাপিবারে,

বসনেতে কি প্রকারে তেজ ঢাকা রয়?

---

ঈশ্বরকে স্বামীরূপে গ্রহণ করাতে তাঁহার ভর্ত্তা মহারাণা ভীমসিংহ কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হইয়া অবশেষে পরিত্যক্ত হ'ন। উদাসিনীবেশে তীর্থাদি পর্য্যটন দ্বারা শেষজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মীরার অটলা হরিভক্তি ও ঐকান্তিক বৈরাগ্য শেষটা ভীমসিংহকেও মুগ্ধ করে। পত্নীর দেহান্ত হইলে তিনি নানাস্থানে উঁহার নামে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করতঃ ভক্তের গৌরব প্রচার করিতে ত্রুটী করেন নাই। মীরার অচলাভক্তি প্রেম, বৈরাগ্য ও ধর্ম্মপ্রাণতা রাজপুতানা প্রভৃতি পশ্চিমের বহুপ্রদেশে তাঁহাকে দেবীপদে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। দ্বারকাপ্রবেশের সময় যাত্রীগণ "দ্বারকানাথকি জয়!" উচ্চারণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে "পিপা মহারাজকি জয়!" "মীরাবাইকি জয়!" ধ্বনি করিতে বিস্মৃত হয় না।

পাতকীর প্রতাপেতে
পারে কি কভু রাখিতে
প্রচ্ছন্ন ভাবেতে আর্য্যধর্ম্ম তেজোময় ?

মেঘঢাকা সূর্য্য যথা
কি অগ্নি জ্বে'লেছ হেথা !
ধন্য প্রভু তুমি নাথ দীনদয়াময় !

কে পারে নিবা'তে তায় ?
করুক যে যা' উপায়,
সে অগ্নি যে কভু বিভো ! নিবিবার নয়।

পাপের সংসর্গদোষে
কিছুদিন পরে শেষে
শীতলতা আসি' তেজ ভস্মে আবরিল ;

পতিত ইস্‌লামী সনে
আর্য্যের সন্তানগণে
পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম বিস্মৃত হইল।

চৈতন্যের ভক্তি-পথে
দাঁড়া'য়ে স্বার্থ সাধিতে
বহুলোক বহুদল স্ববলে বাঁধিল ;

যে ভাবে যে ভাল চায়,
ধরিয়ে নানা উপায়
নূতন নূতন মত নিজে প্রচারিল।

গোরার বিশুদ্ধ ভাব

করিয়ে বিকৃত-ভাব
বহু সম্প্রদায় দেশে হইল উদয় ;
পবিত্র ধর্ম্মের স্থানে
অপকৃষ্ট ভণ্ডগণে
স্থাপন করিল আনি' যাহা ইচ্ছা হয়।

আউল্, বাউল, নেড়া
দলভুক্ত কত গোঁড়া
সদর্পে দোহাই দিয়ে নিতাই-গোরার।
করিল শাস্ত্র প্রণীত
বেদ-বিধি-বিবর্জ্জিত,—
ভোগবিলাসানুষ্ঠান ধর্ম্ম কর্ম্ম-সার।

একদিকে তান্ত্রিকেরা
অপরেতে বৈষ্ণবেরা
মূরতি পূজাতে দিল বহুবিধ সাজ ;
সনাতন ধর্ম্ম-ধনে
নাশিলেক অযতনে
প্রাচ্য-জ্ঞান বিজ্ঞানের শিরে হানি' বাজ।

কালক্রমে মুসল্‌মান
হইল বিগত-প্রাণ
নবসূর্য্য উদিল আকাশে।

দিতে ভারতে আলোক,
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোক
শ্বেতাঙ্গ আইল আর্য্যদেশে।

সঞ্জীবনী-মন্ত্র-বলে
ভারত জীবন পে'লে,
পুনরুদ্দীপিত তেজোভাব,
অন্ধকার বিনাশিতে,
তত্ত্বজ্ঞান বিতরিতে
গোরণ্ড-সম্রাট আবির্ভাব।

ধন্য প্রভু দয়াময়!
দীনহীনের আশ্রয়,
নিরুপায়ের তুমিই উপায়।
বল নাথ! কি কৌশলে
পাষণ্ড-দলে দলিলে
বাঁচাইলে দুঃখী অনাথায়।

ভারতের কেহ নাই,
কেবল তব দোহাই
দিয়ে সর্ব্বাপদ মোরা তরি।
অনন্ত ভব সাগরে
কালের তুফান ঘোরে
একমাত্র তুমিই কাণ্ডারী।

এ বিশ্বের সাক্ষী তুমি

জান হে বিশ্বের স্বামী !
চলে বিশ্ব কোন্ মন্ত্র বলে।
অদ্য যে রাজ্যাধিকারী
কল্য সে পথ ভিখারী,
এ সকল ঘটে কি কৌশলে।

আর্য্য-হস্ত হ'তে ল'য়ে
মুসল্‌মানে রাজ্য দিয়ে
দেখাইলে কি আশ্চর্য্য লীলা ;
বানরে গীত গাওয়া'লে,
জলে শীলা ভাসাইলে,
বল তব এ সব কি খেলা ?

নিরীহ শান্ত আর্য্যেরে
সঁপিলে মোস্‌লেম-করে
বল কোন্ পাপের ফলেতে ?
দেখা'লে আশ্চর্য্য কাণ্ড
অবাক্ হ'ল ব্রহ্মাণ্ড,
নিলে পুনঃ এক মুহূর্ত্তেতে।

আর্য্য সাম্রাজ্যের তরে
কত রাজা কত ক'রে
কিছুতেই পাইল না হাতে
(শেষে) অনায়াসে পে'লে তা'রা
কখন ভাবেনি যা'রা,

মহীপতি হইবে ভারতে।

আশ্চর্য্য, ব্রজ-রাখাল
মথুরায় মহীপাল
অবহেলে কংসরাজে বধি'
হ'ল কৃষ্ণ বাসুদেব
কেমনে বল হে দেব !
নাই তব মহিমার অবধি।

কা'র রাজ্য কা'রে দাও
কোন্ বিশ্ব কোথা লও ;
সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র নিমেষে
উড়াও উড়াও কোথা'
ল'য়ে যাও যেথা সেথা
এ অনন্ত অসীম আকাশে।

ধিক ! তাহার জীবন
ভাবে নাই যেই জন
তোমার এ বিচিত্র মহিমা ঃ—
বর্ব্বর মানব যত
করিতেছে অবিরত
আপনার অস্তিত্ব গরিমা।

সম্মুখে অনন্ত কাল
পশ্চাতে অনাদি কাল,
"আমি" বল ক'দিন এখানে,—

এ কথা যে ভাবে নাই,
বুঝে নাই, চিন্তে নাই,
ধিক ! তা'র অজ্ঞান জীবনে।

দেশকালানন্ততায়
কে কোথা' ভাসিয়া যায় !
একবার ভ্রমে ভাবলি না।

হায় ! রে মানবহীন
ঘোর-মূঢ় অর্ব্বাচীন,
কে তোরে সৃজিল, চিন্তিলি না।

যদি বল, মিছে আর
কি হ'বে চিন্তনে তাঁ'র,
তাঁ'র তত্ত্ব কে পায় কখন ?

পণ্ডিতে পরাস্ত মানে,
মূর্খে ভাবিবে কেমনে ?
অবসন্ন শ্রুতি দরশন।

হ'ক অন্ধকারময়,
তাকাইতে হ'ক ভয়,
তথাপি চালাও মনোদৃষ্টি ;

হ'বে সূক্ষ্ম দরশন,
পাইবে নবজীবন,
ঘুচিবে অজ্ঞান-মহারিষ্টি ;

পার্থিব কুহক যত

হইবে আকাশ-গত
মনে কোন ভ্রম না রহিবে ;
মোহ-অন্ধকার হরি'
আলোক বিস্তার করি'
জ্ঞান সূর্য্য হৃদয়ে উদিবে ;
বুঝিবে বিশ্ব-কৌশল,
পাইবে অন্তরে বল
দয়াময় বিধাতার বলে ;
কুজ্‌ঝটিকা দূরে যা'বে,
সবে স্বরূপ দেখা'বে
আকাশে, বায়ুতে, জলে, স্থলে।

জ্ঞানালোক হৃদে জ্বালি'
দেখ দেখ চক্ষু মেলি'
কেমনে দুর্দ্দান্ত মোগলেরে
ধরিলেন হায় ! হায় !
ক্ষুদ্র পিপীলিকা প্রায়
পাঠা'লেন দক্ষিণ দুয়ারে।

সেদিন বণিক যা'রা
আজ একেবারে তা'রা
হ'ল ভারতের অধীশ্বর,
এসব যে কেন হয় ?
পলকে মহাপ্রলয়

কি বুঝিবে পামর বর্ব্বর ?

ভারতের শুভ হেতু
সাগরে ভাসা'য়ে সেতু,
—অসম্ভব করিয়ে সম্ভব,
আনিলেন ইঙ্গসুতে
সপ্ত-সিন্ধুপার হ'তে
সমর্পিতে সাম্রাজ্য বিভব।

ধন্য হে পশ্চিমবাসী !
( কত ) পুণ্য করি' রাশি রাশি
হ'য়েছ জগতে গণ্য-মান্য।
তোমরাই কলিকালে
ঈশ্বরের প্রিয় হ'লে,
তব গুণ অসংখ্য অগণ্য।

ভারত উদ্ধার তরে
এ'সেছ সাগর পারে
য়ুরোপ মার্কিণ ভূমি হ'তে।
তোমাদের হাতে ভার
দিয়াছেন সারাৎসার
এদেশের উন্নতি করিতে।

শতের-অধিক-বর্ষ
পে'য়েছ ভারতবর্ষ,
অল্পকালে কত কি দেখা'লে।

বিজ্ঞানের জ্যোতি এ'নে
ঢালিলে হে সর্ব্বস্থানে,
স্বাধীনতা-অদ্ভুত শিখা'লে।—

ভারতবাসী সকলে
জানিত না কোন কালে,
স্বাধীনতা কি অমূল্য ধন!

—রাজা প্রজা সমভাব
এ অপূর্ব্ব সাম্যভাব
প্রচারিয়ে ফুটা'লে নয়ন।

যেকাল এ'সেছ হেথা
শুনা'য়েছ যত কথা
সাদরেতে ক'রেছি গ্রহণ।

সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ-চিতে
ঘোষণা করি জগতে,
তোমরাই সুধী মহাজন।



মহাপাতকের ফলে
নিমজ্জিত রসাতলে
রহিয়াছে আর্য্যগণ মৃতপ্রায় হ'য়ে;

এমন সময়ে দেশে
আবির্ভূত নব-বেশে
পাশ্চাত্য-পণ্ডিতবর্গ নবধর্ম্ম ল'য়ে ;-

অভিনব-আরাধনা
ঈশ-খৃষ্ট-উপাসনা
প্রচারিত হইল রাজ্যের সর্ব্বস্থান।
—"যে ধর্ম্মে পুতুল ভজে
মৃত্তিকা-প্রস্তর পূজে
তাহাতে জীবের কভু নাহি পরিত্রাণ।
"নর-নারায়ণ-যিশু
কুমারী-মেরীর শিশু
একমাত্র-পরিত্রাতা অবনিমণ্ডলে।
"তাঁহাতে বিশ্বাস যা'র
সেই ভব-পারাবার
নাচিতে-নাচিতে-পার হ'বে অবহেলে।
" 'হিদেন্'*-তিমির হ'তে
খৃষ্ট্রীয় 'লাইট্'† পে'তে
এ'স সবে ত্বরা করি', বিলম্বে বিপদ।
মস্তকেতে লও জল,
স্বর্গ পা'বে হস্ত-তল,
অমরত্ব লাভ হ'বে—অনন্ত-সম্পদ।"—
থাকি' বহুদিন-তরে
অন্ধকার-মহাঘোরে
"জ্যোতি" হেরি' ছুটিল "আলোক"
সম্ভোগিতে।

* Heathen † Light

দলে-দলে আর্য্যসুতে
নূতন ধর্ম্ম ভজিতে
প্রস্তুত হইল সবে বিনা-আপত্তিতে।

"শ্বেতচর্ম্ম-রাঙ্গামুখে
বিড়ালের-মত-চোখে
কত ভেল্কী জানে এরা, কে করে গণনা?
"সাহেব সাজা'বে সবে,
চিরদুঃখী মোরা ভবে,
চল যাই ঘু'চে যা'বে সকল যন্ত্রণা।

"ইংরাজের খানা খা'ব,
বিলাতী পোষাক পা'ব,
কৃষ্ণকায়া ঢে'কে যা'বে কোট্-পাণ্টলুনে।
"শোলা-টোপ মস্তকেতে,
বুট্-জুতা চরণেতে,
সর্ব্বদা সাহেবী-বুলি বলিব বদনে।"

এতবড় প্রলোভন
কি প্রকারে সম্বরণ
কালা-আদ্‌মী করে বল দরিদ্র-দুর্ব্বল?
কু-আশার কুয়াসায়
(কত) বড়-লোকে মারা যায়;
আমরা ত অপদার্থ-অসার-তরল!

কাল-মুখ কাল র'বে,
কালামুখ কে ঢাকিবে ?
কালামুখ কিসে বল দীপ্তিমান হয় ?
একথা না ভাবি' মনে
দৌড়িল নির্ব্বোধগণে
কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য-পাগলের-প্রায়।

বিষম সমস্যা এ'ল,
আর্য্য-নাম বুঝি গেল ;
ভারতের বহুজন হইল মোহিত ;
ত্যজি' কুল-কাণ্ড-কর্ম্ম
আশ্রয় করিল ধর্ম্ম
নবীন ভাবেতে যাহা দেশেতে উদিত।

এ হেন বিপ্লব-কালে
অভাগা-আর্য্য-কপালে
কিঞ্চিৎ আশার চিহ্ন প্রকাশিত হ'ল
উপনিষদাদি হ'তে
প্রাচীন-বৈদিক-মতে
নূতন ধর্ম্মের ভাব বিকাশ পাইল।



শুভক্ষণে রাজা-রামমোহন-ধীমান
উদিলেন সূর্য্য-সম ভারত-আকাশে,

তাঁহার প্রতিভা তেজে সঞ্চারিত প্রাণ
অজ্ঞান-তিমির গেল জ্ঞানের বিকাশে।

করিয়া প্রাচীন ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রচার
আর্য্য-বেদ-আদি-শাস্ত্র মথি' সযতনে
করিলেন মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার
ভারত সতেজ পুনঃ হ'ল এত দিনে!

বহু-দিন-জন্য বহু-কারণের তরে
বৈদিক-ধর্ম্মের দেশে নাম ডু'বেছিল;
এবে তা'য় পুনঃ বহু-পরিশ্রম-পরে
সুমহাপণ্ডিত সেই রাজা উদ্ধারিল।

বহু দিন পর্য্যটন করি' বহু-দেশে
বহু-শাস্ত্র অধ্যয়ন করি' বহু-কালে
ভারতবাসী সকলে কহিলেন শেষ
"জ্ঞান-বিনা কর্ম্মকাণ্ড যাইবে বিফলে

"অতএব আর্য্য মুনি-ঋষিদের কথা,
"যদ্যপি জীবনে চাও আত্মার কল্যাণ,
"উচিত না হয় কভু করিতে অন্যথা;
"বৃথা দেশে 'পৌত্তলিক' ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান।

"অনন্ত-পরম-ব্রহ্মে দাও প্রাণ-মন,
"তিনি ভিন্ন মুক্তির উপায় আর নাই।
"মোক্ষপ্রদ সনাতন-ধর্ম্মের কারণ
"যাইতে হ'বে না আর বিদেশীর ঠাঁই;

"ঘরে বসি' পা'বে সবে অমূল্য-রতন,
"আছে সকলি অনন্ত আর্য্যের শাস্ত্রেতে।
"জড়োপাসনায় বৃথা-সময়-হরণ,
"ইহ-পর-কালে কোন ফল নাহি তা'তে।

স্তব্ধ হ'ল শুনি' লোক রাজার বচন,
দোষ না দেখিল তাঁ'র যুক্তি বা তর্কেতে,
ধর্ম্ম অনুরাগী পাঁচ-সাত-দশ-জন
এক মত হ'ল আসি' রাজার মতেতে।

স্থাপিত হইল ব্রহ্ম-সমিতি নূতন, *
প্রচারিত হ'ল ধর্ম্ম সমগ্র দেশেতে।
ত্যজি' তনু ইঙ্গভূমে শ্রীরামমোহন
কাঁদায়ে সবায় চলি' গে'লেন স্বর্গেতে।

মহর্ষি-দেবেন্দ্রনাথ পথে চলি' তাঁর,
দ্বিগুণ-বলেতে তেজ করিয়া প্রকাশ,
দেশে শুনাইল ব্রাহ্মধর্ম্ম-সমাচার,
সংস্কার করি' মত করিল বিকাশ।†

---

* রামমোহন রায়ের স্থাপিত সমাজের নাম বৈদান্তিক-সমাজ ছিল, তাঁহার রচিত গীত-পুস্তকাদি দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তিনি কর্ম্ম ও জন্ম-জন্মান্তরবাদ মানিতেন।

† প্রকৃত পক্ষে আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্মদাতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর। কর্ম্মফলে জীব বারম্বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, এই মত তিনিই উড়াইয়া যা'ন।

দেবেন্দ্র-সকাশে দীক্ষা, জন্ম বৈদ্যকুলে
কেশব আবির্ভূত কিছু দিন পরে,
মোহিত করিল মিষ্ট-বক্তৃতা-কৌশলে
সার্ব্বভৌমিকতা-বেশে সাজা'য়ে ধর্ম্মেরে।

নূতন নূতন ভাব দেখা'য়ে ভারতে
কেশব দৌড়িল, পাছে পড়িল অনেকে ;
দুই দল হ'ল এবে ব্রাহ্মসমাজেতে ;
তাহার সমান চলে ভারতে ছিল কে ?

বর্ষে বর্ষে উন্নতির সোপানে উঠিল ;
আবার কতক লোক ছাড়িল তাহারে,
আগা'তে না পারি পড়ি' পশ্চাতে রহিল,—
তিন সম্প্রদায় হ'ল বিবাহের পরে।

কুচ্‌বিহার-বরে যবে কন্যা সমর্পিল
স্বকৃত-নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্ববলে,
"ভারতবর্ষীয়" ব্রাহ্ম ক্ষেপিয়া উঠিল ;
কতক ছাড়িল তা'রে পৌত্তলিক ব'লে।*

* কুচ্‌বিহার বিবাহের পর কেশবের সমাজের ক্ষতি হইল, কিন্তু তাঁহার নিজের বিলক্ষণ উন্নতি দেখা গিয়াছিল। এ দারুণ দুঃখ বিপদের অগ্নিতে পুড়িয়া যে কেশব বাহির হইয়াছিলেন সেই নববিধান-প্রবর্ত্তক কেশব ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজের-নেতা কেশবাপেক্ষা বিলক্ষণ সমুন্নত, একথা বর্ত্তমানে অনেকে এবং ভবিষ্যতে সকলেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই।

প্রথম দেবেন্দ্র-দল, দ্বিতীয় কৈশব,
তৃতীয় কতকগুলি সভ্য ভব্য জন,—
"আদি সমাজেতে" ঠাকুর মহাশয় সব,
"ভারতবর্ষীয়" শিষ্ট, নব্য "সাধারণ"।

এই তিন দল ব্রাহ্ম ভারতে এখন
প্রচার করি'ছে ধর্ম্ম নিজ-নিজ মতে।
সমান ভাবেতে এরা সবে সাধু জন,
সর্ব্বথা সচেষ্ট সদা আলো' বিস্তারিতে।

কিন্তু এই তিন মধ্যে কেশব শ্রীমান,
যাঁহার সুযশ ব্যাপ্ত য়ুরোপ মার্কিণে,
প্রণীত যাঁহার নিত্য-নূতন বিধান,
অবাক্ হ'য়েছে লোকে যে বারতা শু'নে।

কেশবের উচ্চভাব বুঝিতে না পারি'
"অবতারবাদী" কেহ তাঁহারে বলিল,
"পৌত্তলিক-ব্রাহ্ম," "ভণ্ড," "ধর্ম্মনাশকারী,"
আরও কত দোষী ব'লে তাঁহারে নিন্দিল ;*
কিন্তু বাস্তবিক কথা যে জন বুঝিল,
নিস্তব্ধ হইয়া তাঁ'র বিধান ভাবিল।

* শেষটা কেশবচন্দ্র সনাতন-ধর্ম্মের মর্য্যাদা যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং তদনুরূপ ব্যাখ্যাদি আরম্ভ করিয়া অনেকের চক্ষু ফুটাইতেছিলেন, তাহাতে বলা যায় না, আরও কিছু দিন জীবিত থাকিলে তিনি কোথায় গিয়া দাঁড়াইতেন।

"নবাবিধানের" ভাব
ভাবিলে হৃদয়ে ভাব
হয় যাহা, কে পারে বর্ণিতে ?
এরূপ অদ্ভূত মত—
সব-মত এক-মত,
—সামঞ্জস্য কে পারে করিতে ?

বাস্তবিক কথা তা'ই,
কোন্ লোক কোন্ ঠাঁই
পারে সত্য করিতে নির্ণয় ?
মহাজনে যা' ব'লেছে,
যত-বিধ মত আছে,
সাধ্য কা'র করিবারে নয় ?

ধর্ম্ম-প্রণেতা সকলে.
যে দেশে কিম্বা যে কালে,
হ'য়েছে উদয় পৃথিবীতে.
সবাই সমান-ধন্য,
পূজ্যপাদ-গণ্য-মান্য,
ভকতি উচিত সকলেতে

যে ভাবে যে ভে'বে গে'ছে
সেই তাঁহারে পেয়ে'ছে,
এই কথা সর্ব্বশাস্ত্র-সার।

এ মতেতে ভর দিয়ে
সরল-শুদ্ধ-হৃদয়ে
পূজা কর মহৎ-জনার।

তাহাতেই মুক্তি হ'বে,
সহজে ঈশ্বরে পা'বে,
—ঈশ্বর হাতের লাড়ু নয়,
মূল্য দিয়ে কি'নে ল'বে,
আয়ত্তাধীনে আনিবে,
সম্ভব ইহা কি কভু হয়?

হ্যাট, কোট, পেণ্টুলুনে,
জামা, জোড়া, ইষ্টাকিনে'
বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়াতে, ঘড়িতে
পরিত্রাণ যদি হ'ত,
ঈশ্বর ঘরে আসিত,
জ্ঞানধর্ম্ম পাইত লোকেতে,

তা' হ'লে ঋষিরা এত
তপস্যা কেন করিত
সর্ব্ব-সুখ পরিত্যাগ করি,—
সংসার-আশ্রম ত্যজি'
ঈশ্বর প্রেমেতে মজি,
থাকিত না দিবস-শর্ব্বরী।

যোগী-ভোগী একাধারে
কভু কি হইতে পারে ?
—অগ্নিতে জলেতে সমন্বয় ;
যোগী আর ভোগী ভাব
সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাব,
পূর্ব্ব কি পশ্চিম কভু হয় ?

সংসারী হইয়া যেবা
করিবে ঈশ্বর সেবা
তা'রা সর্ব্ব সাধুরে পূজিবে ;
গৃহস্থের পক্ষে তাই
ব্যবস্থা সকল ঠাঁই ;
অন্য পথ আর কোথা পা'বে ?

অতএব কলি-কালে
কেশব যাহা দেখা'লে
সেই পথ সহজ সুবিধা——
মহাজ্ঞানী সর্ব্বজনে
ভক্তি কর শান্ত-মনে
বিভু-লাভে না রহিবে বাধা।

ঈশ্বর, জীবের আত্মা, আর পরকাল,
এই তিন কথা ল'য়ে বিষম জঞ্জাল।
এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসে যবে মানব-হৃদয়—
কেমনে হই'ছে বিশ্ব সৃষ্টি-স্থিতি লয় ?

অমনি চমকি' উঠে ভাবুকের মন
অশান্তি-অনলে আত্মা করয়ে দাহন।
মূঢ়, কোন গ্রন্থ বা জীবের কথা শু'নে,
অশান্তির মধ্যে শান্তি পায় নিজ-মনে।
পণ্ডিত ভাবিয়া সারা উদিলে সংশয়,
কিছুতে না স্থির হয় তাহার হৃদয়;
কতই কল্পনা করে মনেরে বুঝাতে
সিদ্ধান্ত না হয় কিছু যুক্তি বা তর্কেতে।
যে দিকে ধরিয়া রজ্জু ভাবে মনে মনে,
এই বার মীমাংসা করিব এক টানে,
নিশ্চয় বুঝিবে ব'লে কোমর বাঁধিয়া
দাঁড়ায় চিন্তার রজ্জু সবলে ধরিয়া,
সেই দিকে দেখে সব দারুণ সংশয়—
অন্ধকার! —অন্ধকার!—অন্ধকারময়!
যেমন উৎসুক-মনে মারে তা'র টান
পট্ ক'রে ছেঁড়ে দড়ি না পায় সন্ধান।
এরূপে জ্ঞানীর মন স্থির নাহি হয়,
জ্ঞানের সঙ্গেতে বাড়ে মনের সংশয়;
প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞান সব উজলে সম্মুখে,
অন্ধকার-মনস্তত্ত্ব নাহি সুজে চ'খে।
বহু-চিন্তা-ফলে হয় মনের বিকার,
নাহি পারে বুঝিতে সাকার-নিরাকার।

ক্রমেতে কেহ প্রচারে নিরীশ্বরবাদ,
কেহ বা নাস্তিক সনে লাগায় বিবাদ।
আস্তিক পণ্ডিত দেখাইতে সরলতা
হ-য-ব-র-ল করিয়ে জ্ঞাপয়ে বারতা,
ঈশ্বরের সত্তা তা'রা বুঝায় যেরূপে,
স্পষ্ট জানা যায়, নিজে মগ্ন অন্ধকূপে ;
নানাবিধ কল্পনা সৃজিয়ে মনে মনে
বুদ্ধির কৌশলে যায় ভুলা'তে ভুবনে।
যখন ধর্ম্মের রাজ্যে এত গোলমাল,
এরূপ বিষম ভাব সংশয় বিশাল,
সে স্থলে উচিত সাধু-বাক্য-সমন্বয়,
ভক্তগণে পূজা করা হ'য়ে সহৃদয়।
জীবেরে পবিত্র করি ঈশ্বরে দেখায়
নববিধান তু'লে নিশান প্রেমের পথে ধায়।
নববিধানের কথা অমৃত সমান,
ইহলোকে শান্তি দেয় পরে পরিত্রাণ।

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিভৃতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা ॥"

গীত। *

( বাউলের সুর )

ধন্য হে কেশব তুমি! পুণ্যভূমি
ভারত মাঝে উদয় হ'লে।
তোমার ঐ নববিধান, ধর্ম্মের প্রাণ,
কেমন ক'রে কোথায় পে'লে?
এমন হে সুধামাখা, ফল-শাখা
-পূর্ণ তরু কে আনিলে?
তুমি হে সার বুঝে'ছ, ভাল আছ,
সেই তরুর ছায়াতলে॥
এ তরু কোথা' ছিল, কে আনিল,
কা'র কাছে হে তুমি পে'লে?
কে তোমায় স্নেহবশে, ভালবে'সে
হাতে হাতে এ'নে দিলে?
তরু যে বাড়্‌বে কত, জানি না ত
মোরা সব মুর্খের-দলে।
তবু ভাই! বু'ঝেছি ভাব, তরুর প্রভাব
তেজে শীতলতা মিলে॥
এ গাছের তলে ব'সে, কত দেশে
কত ভক্ত জীবন পে'লে।

* কেশবের জীবদ্দশাতেই এই গান রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

সংসারের মরু হ'তে, রক্ষা পে'তে
বিটপীর আশ্রয় নিলে ॥
প্রেমপিপাসায় তা'রা, হ'য়ে সারা
ছু'টে এ'ল গাছের তলে।
তৃপ্তি পাইল হে'রে বৃক্ষোপরে
নবীন-শাখা-পুষ্প-ফলে ॥
দে'খে তা'য় নয়ন জুড়ায়, তাপ দূরে যায়,
পত্র, শাখা, কাণ্ড, মূলে।
ঝরে তা'য় বিমল সুধা, তৃষ্ণা-ক্ষুধা
দূরেতে যায় পান করিলে ॥
ভক্ত তা'র ফল খে'য়ে, সুধা পিয়ে,
প্রাণে অমরত্ব পে'লে।
হ'ল সব রসের-সাগর, প্রেমের-নাগর
প্রেমেতে জগৎ মা'তালে ॥
নাশিল বৈষম্যভাব, জ্ঞানের-অভাব
ডুবা'য়ে প্রেম-নদীর-জলে।
দাঁ'ড়াল পাগল হ'য়ে, কোপীন ল'য়ে,
তুচ্ছ বিভব পায়ে ঠে'লে ॥
জ্ঞানে ভক্তিকে পে'য়ে, ভক্তি ল'য়ে
জ্ঞানের সঙ্গে মিলাইলে।
তা'রা সব বিজ্ঞানেতে প্রেম এ'নে
প্রেমেতে বিজ্ঞান দিলে ॥

সাধুদের লীলা-খেলা, পারের-ভেলা,
ভব-সাগরেরি জলে।
হয় কত পুণ্যরাশি, প্রান্তে বসি,'
সে সব জীবের নাম করিলে॥
নানক, চৈতন্য, কবীর, ধর্ম্মের-বীর,
ছু'টে এ'সে দলে দলে।
মিলিল মুসার সনে, হৃষ্ট-মনে,
প্রেমের কল্পবৃক্ষ-মূলে॥
য়ুনানী প্লেটো-ঋষি, দৌ'ড়ে আসি,'
ধ্রুবে হাসি' নিল কোলে।
সক্রেটিস্ প্রহ্লাদেরে আদর করে,
হরি-প্রেমানন্দে গ'লে॥
ত্য'জে সংসারের মায়া, প্রিয়া-জায়া,
এ'ল শাক্য রাজার ছেলে।
তরুর সৌরভে মে'তে, দূরে হ'তে,
ঈশা এল ল'য়ে পলে॥*
এ'সে পাইল জীবন, অমূল্যধন,
ভক্ত-সাধুর সঙ্গে মিলে।
শিব, শুক, নারদ যেথা ব'সে কথা
মহম্মদের সঙ্গে বলে॥
প্রেমেতে মগন হ'য়ে, সব ত্যজিয়ে,
চির-শান্তি পাবে ব'লে।

* St. Paul.

বিবেকী রূপ-সনাতন সম্পদ-ধন,
পাছে ফে'লে এ'ল চ'লে ॥
এ কল্প-তরুর তলে, সব পাগলে
ব'সে আছে কুতূহলে।
কভু গায়, কভু নাচে, কভু হাসে,
কভু কাঁদে, সবাই মিলে ॥
সে প্রেমের অশ্রু দে'খে, হাস্য-মুখে,
পাগল চন্দ্র-শেখর বলে।
চল ভাই! আমরাও যাই, সবাই সেঠাঁই
যেথায় নবজীবন মিলে ॥
কিন্তু, এক মনের কথা, শুন তবে,
বলি কেশব! তোমায় খু'লে।
—সুবুদ্ধি বৃহস্পতি, দার্ব্বীনাদি,*
ছাড়িব না কোমৎ, † মিলে ‡ ॥
এ কথায় রাগ ক'রনা, বিবেচনা,
ক'রে দেখ নিরিবিলে।
কেমনে ছে'ড়ে যা'ব কোথা' পা'ব
তাদের মত প্রেমিক দলে।
তবে ভাই মহাশোভা, মনোলোভা,
হ'বে তরুর ছায়া-তলে।

* Charles Darwin. † Auguste Comte.
‡ John Stuart Mill.

যদি এদের তুমি নিতে পার
নববিধানীদের দলে ॥
আমি ত হই হে সুখী, সদা দেখি,'
কপিলাদি ভক্তদলের,
হিত-প্রত্যক্ষবাদের, ন্যায়-কনাদের,
নাচি'ছে ব্যাস ধরি'গলে ॥
তবে ভাই! এ'স সবাই, দিয়ে দোহাই
গাছের মালী রাজা ব'লে,
আনন্দে হ'য়ে বিভোর, প্রেমেতে ঘোর,
ভাসি প্রেম-অশ্রু-জলে ॥
জুড়াই তাপিত-হিয়ে, তলায় গিয়ে,
ভাই-বন্ধু সবে মিলে।
দেখিগে প্রেমের প্রভাব, অপূর্ব্ব-ভাব,
হেরি নাই যা' কোন কালে ॥
ছায়াতে শীতল হ'য়ে, দৌ'ড়ে গিয়ে,
পশি প্রেম-সিন্ধু-জলে।
সাঁতারি প্রাণ ভ'রে প্রেমনীরে,
প্রেমে জীবন পা'ব ব'লে ॥
তাপিত-প্রাণ শীতল হ'বে শান্তি পা'বে,
শান্তি-সিন্ধুর কোমল কোলে।
ঘুচিবে সকল জ্বালা, অবহেলে
স্বর্গ পা'বে হাতের তলে ॥

অনন্ত প্রেম-জলধি, নাই অবধি,
ফুরা'বে না কোনকালে।
নাহি দেশ-কালের অন্ত, সব অনন্ত,
ভাসিবে অনন্তকালে॥
কর দেশ-কালের পূজা, দেখ মজা
ভাবিয়ে বসি বিরলে;
সংসারের আঁধার যাবে, আলো পা'বে,
জ্ঞানের বাতি হৃদে জে'লে॥
জ্ঞানেতে প্রেম পা'বে, গ'লে যাবে,
ভক্তি আ'স্‌বে করতলে।
ভক্তিতে ভক্ত হ'বে, লুটাইবে
যত ভক্তের পদতলে॥
তখন আর রাধাকৃষ্ণে নিন্দিবে না
অসতী-লম্পট ব'লে।
দেখিবে, প্রেমামৃত, অবিরত,
কোমৎ-ব্যাস উভয়ে ঢালে॥
ব্রজে কৃষ্ণের খেলা, প্রেম-লীলা,
প্রেম ভাসে যমুনার জলে।
গোপিগণ প্রেমিক-সুজন, দিবানিশি
কৃষ্ণপ্রেমে ছিল গ'লে॥
বৃন্দাবন নয় শুধুবন, প্রেমেরি বন,
প্রেম-গাছে প্রেম-পাখী বলে

"ভেবে দেখ্ ব্রজলীলা হরির খেলা,—
কৃষ্ণে হরি প্রকাশিলে॥"
পুরুষ-প্রকৃতি-বাদী, সাংখ্য-আদি,
জ্ঞানী দার্শনিক সকলে।
তাহাদের শাস্ত্র অলীক, অবৈজ্ঞানিক,
কে বলে এই ভূমণ্ডলে?
গৌতমের প্রণীত ন্যায় নহে অন্যায়,
স্থাপিল যে তর্কবলে—
বিভু নিমিত্ত-কারণ, বিশ্ব-ভুবন,
আপন নিয়মে চলে॥
শঙ্করের অদ্বৈতবাদ নয় মিথ্যাবাদ,
কল্পনা নয় কোন কালে।
কোমতের একই কথা, প্রেম-বারতা,
বিভু বিশ্বময় হ'লে॥
আপনার সত্তা হ'তে এ বিশ্বেতে
বিশ্বকর্ত্তা সব সৃজিলে।
এ সব ত একই সত্য, মহাতথ্য,
ঈশা, মুসা, কোরাণ বলে॥
আর যত প্রবীণ-শাক্ত, পরমভক্ত,
হক্সলে-টিণ্ডলের * দলে।

* Biologist Huxley and Physicist Tyndall.

মহাশক্তির বলে, যা'রা বলে
সুবিশাল এই বিশ্ব চলে॥
আদি সেই শক্তির পূজা, তু'লে ধ্বজা,
করে যা'রা কুতূহলে।
সে সব ভক্তের সঙ্গে, প্রেমরঙ্গে
ভাসাও তরি প্রেম-অতলে॥
এরা ভাই সবাই ভক্ত, প্রেমে মত্ত,
জগা-মাধার সঙ্গে মিলে।
ছে'ড় না কোনজনে, ক্ষুণ্ণ মনে
বিজ্ঞানী নাস্তিক ব'লে॥
এদের মত বিশুদ্ধ-মত, নয় দুষ্ট-মত,
জ্ঞানের উদয় হয় শুনিলে।
প্রেমেতে পবিত্র হয় জীবের হৃদয়,
ইহাদের পথে চলিলে॥
"প্রেম গুরু, প্রেম মন্ত্র, প্রেম তন্ত্র
মানুস বাঁচে প্রেমের বলে।
"সংসারের সত্তা যে'ত, শ্মশান হ'ত,
প্রেমের বাঁধন না থাকিলে॥
"অতএব দুঃখী-ধনী, মূর্খ-জ্ঞানী.
পরস্পরে ধরি' গলে।
"চল যাই প্রেমের পথে, প্রেম বিলা'তে
প্রেমের ভ্রাতৃভাবে মি'লে"॥

এতদূর মনুষ্যতা, উদারতা,
ভবে যা'রা প্রচারিলে।
তারা সব সুবৈজ্ঞানিক লোকায়তিক,
অমূল্য-জীব সর্ব্বকালে ॥
এ সকল প্রেমিক-প্রধান, নববিধান,
আদর ক'রে নিলে দলে।
পূর্ণ হইবে অঙ্গ, প্রেম-তরঙ্গ,
উ'ঠবে প্রেমের তুফান তু'লে ॥—
ঘু'চে যাবে গণ্ডগোল, বল্ হরিবোল,
এ বিশ্বের সকলে মি'লে।
জড়-চৈতন্য যত, বাষ্পগত,
যে যেখানে ক্ষিতি জলে ॥
পাগল-দাস-চন্দ্রে বলে, এরূপ হ'লে,
কি মজা এই কলিকালে।
ভবতুফানে প'ড়ে কেঁ'দনারে,
শক্ত হ'য়ে ব'স হা'লে ॥
মোক্ষ-ফল হাতে পা'বে, পার হইবে,
ভবসিন্ধু অবহেলে।
পরিত্রাণ হ'বে নাকি, বল দেখি,
সিন্ধুতে বিন্দু মিশা'লে ॥
করি' ভাই কোলাকুলি, ভক্ত মিলি'
ধরি' সবায় গলে গলে।

এস যাই মি'লে সবাই, আনন্দে ধাই,
স্বর্গ পানে হরি ব'লে

এই সময়েতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ
উদিলেন বঙ্গভূমে মহা তপোধন।
পবিত্র জীবন তাঁ'র সুগভীর প্রেম ;
কেশবের সঙ্গে যোগ যেন মণি-হেম।
জগত হৃদয়ে তাঁ'র সমদর্শী-ভাব
জ্ঞান-ভক্তি একাধারে অপূর্ব্ব-প্রভাব।
ইহসরবস্ববাদী মুগ্ধ বাবুগণ
বহু আসি' ধরিলেন তাঁহার চরণ।
কেহ বা বৈরাগী হ'ল সংসার ত্যজিয়ে,
কেহ গৃহস্থালী করে সন্ন্যাসী হইয়ে ;
কেহ তাঁ'রে পূজে বলি' পূর্ণ-ভগবান,
কেহ বলে, নিঃসংশয় ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান ;
বিলাতী পণ্ডিতে বলে, মহাত্মা-প্রকৃত ;
এইরূপে নানা-জনে হ'ল নানা-মত।
যে যা' বলে বলুক, তাহাতে কাজ নাই,
দীনচেতা মোরা বলি,—অদ্ভুত গোসাঁই ;
ছিলেন মহৎ তিনি ঈশ্বর-আবেশে,
অবতীর্ণ ভারতেতে বিধির আদেশে।

মূঢ়মতি-জনে বল বুঝিব কি আর ?
রামকৃষ্ণ-চরণে প্রণাম বার বার।
"কামিনী-কাঞ্চন আর আমিত্ব বর্জ্জন,"
উপদেশ যাঁ'র এই অমূল্য-বচন।

দেবেন্দ্র-গুরুরে ছাড়ি' কেশবের সঙ্গে
যে ক'জন শিষ্য এ'সেছিল,
তা'র মধ্যে বিজয়-গোস্বামী—মহাজন
কেশবেরে ত্যাগ করি' গেল

কিছুদিন "সাধারণ"-দলে কাটাইয়া
রামকৃষ্ণের লইল আশ্রয়।
দৈববলে যোগ-পথে করি' আরোহণ
সিদ্ধ হ'ল গোসাঁই-বিজয়।

অদ্বৈত বংশাবতংস মহাতেজশালী
বিশ্বাসেতে অচল-অটল,
"স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়" এই মন্ত্র সার,
ভয়ানক হৃদয়ের বল।

ব্রাহ্মসমাজের এই পরিপক্ক-ফল
সনাতন-ধর্ম্মেতে ফিরিল।
দলে-দলে হিন্দু ব্রাহ্ম-বহুতর লোক
অচিরে গোসাঁই শিষ্য হ'ল।

ব্রাহ্মেরা নিন্দিল কত "পথভ্রষ্ট" ব'লে,
"মতিচ্ছন্ন"কেহ বা বলিল ;
কিন্তু নিরপেক্ষ যা'রা উন্নতি হেরিয়া
ধন্য ! ধন্য ! ঘোষিতে লাগিল।

যোগেতে-ভক্তিতে-প্রেম আশ্চর্য্য প্রভাব
প্রকটিত যাহা বিজয়েতে,
( এই ) কুশিক্ষার-যুগে তাহা অতীব বিরল
অবনত ভারতবর্ষেতে।

রামকৃষ্ণ সনে সর্ব্ব বিষয়েতে ঐক্য ;
তাঁহার চরণ রেণু শিরে'
সতত লইতেন সিদ্ধ বিজয় গোসাঁই
ভক্তি-পূর্ণ পবিত্র অন্তরে।

"জাতি-জীব-বিশেষে সব ভিন্ন-ভিন্ন পথ
—"হলোয়ে-পিল" কোথা'ও নাই
"ধর্ম্মের জগতে, দিতে মুক্তি সকল জীবেরে।"
উভয়ের উপদেশ তা'ই।

"নিরাকার, সাকার-মূরতি, অবতার,
যা'রে যেবা ভজি'ছে যে ভাবে,
"সকলেই ঠিক আপনাপন পথেতে !
কাহাকেও কভুনা নিন্দিবে।"

"কৃষ্ণ, খৃষ্ট, মহম্মদ, মুসা, জোরোস্তর
আদি—অবতার পৃথিবীতে ;
অবনত-শিরে সবে প্রণাম করিবে
ভক্তিভরে সরল মনেতে।"

এই ভাবে সনাতন-ধর্ম্মের বারতা
প্রচারি' পতিত বঙ্গভূমে
কত পাপী-তাপী-জনে উদ্ধার করিয়ে
গেলেন ছু'জনে স্বর্গধামে।

কেশবের যে সময়ে বড় প্রাদুর্ভাব,
দয়ানন্দ উদিলেন বারাণসী-ধামে ;
দ্বিতীয়-শঙ্কর জ্ঞানে, অমিত-প্রভাব
নামে-কাজে-সরস্বতী, বিশিষ্ট সংযমে।

যেমন সুদীর্ঘ বপু, প্রশস্ত ললাট,
তেমনি অকুতোভয় ভীমের সমান,
অদম্য উৎসাহ, মুক্ত হৃদয়-কবাট,
সাক্ষাৎ যেন সরলতা মূর্ত্তিমান।

বৈদিক-ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার-কারণ
অবতীর্ণ গুর্জ্জরেতে পণ্ডিত-ধীমান ;
আর্য্যধর্ম্ম-সারকথা করিতে জ্ঞাপন
উপনীত হইলেন বিশ্বেশ্বর-স্থান।

ব্যবসায়ী যত সব কাশীস্থ ব্রাহ্মণ
চৌদিকে ঘেরিল বীরে সপ্তরথী-প্রায় ;—
কাশীরাজ সেনাপতি সৈন্য-অগণন,—
অবশেষে সকলের হ'ল পরাজয়।

সে শাস্ত্র-সংগ্রামে কাশী কাঁপিয়া উঠিল,
সঙ্গে সঙ্গে দেশময় বহিল তুফান ;—
পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজা বেদে না মিলিল,
ঘোষিত হইল ভারতের সর্ব্বস্থান।

গোরক্ষার জন্য সদা উৎকণ্ঠিত-প্রাণ,
আর্য্য-শিল্প-উন্নতির কতই যতন !
আজীবন করিলেন সুধী-গুণবান
ভারত-কল্যাণ-হেতু আত্মসমর্পণ।

নানা-জনপদ শেষে করি' পর্য্যটন,
সর্ব্বত্র বেদের সত্য করিয়া প্রচার
প্রতিষ্ঠা করিলেন আর্য্য-সমাজ নূতন,
খণ্ডন করিয়া মত মূরতি-পূজার।

—“বেদ-প্রতিপন্ন-ব্রহ্ম, যজ্ঞ, শুদ্ধাচার,
চতুর্ব্বর্ণ-বিভাগাদি শুভ-ব্যবস্থান
“পুনরায় না আনিলে ভারত-উদ্ধার
হ'বে না, হ'বে না কভু ;—বিধির বিধান।”

কেশব যখন করে বিধান" প্রচার,
রামকৃষ্ণ আবির্ভূত প্রেম-অবতার ,—
উভয়ের এক কথা—ধর্ম্ম-সমন্বয়,—
পশ্চিম হইতে "থিয়সফির" উদয়।
পুণ্যশ্লোক অল্কট * এ'লেন সর্ব্বত্যাগী,
ব্লাভাস্কির † পূত-প্রেমে সদা অনুরাগী।
মহাতপা-মহাতেজা অদ্ভুত রমণী,
দয়ার-সাগর জ্যেষ্ঠা দিব্যজ্ঞানে জ্ঞানী।
বিশ্বের রহস্য সদা প্রচারে প্রবীণা,
লোকাতীত-শক্তি, গূঢ় তত্ত্বের ঘোষণা।
পরাবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা লোকে যা'রে কয়
তা'রি নাম থিয়সফি, ভিন্ন কিছু নয়।
ব্লাভাস্কির প্রচারিত গ্রন্থ কয়খানি
অতীব আশ্চর্য্য পুঁথি জ্ঞানরত্ন-খনি।
পৃথিবীর যত শাস্ত্র যেথা যা' পাইবে
ভাস্কির পুস্তকে তা'র নির্য্যাস দেখিবে।
ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব আদি,
আত্মা, জীব, জড়, কর্ম্ম সাদি বা অনাদি,
সমস্ত রহস্য ভঙ্গ বিজ্ঞান-ভিত্তিতে,
দু'য়ে দু'য়ে চারি যথা অঙ্কের-শাস্ত্রেতে ;

* Colonel Olcott. † Madame Blavatsky.

ইহ-পর-লোক-দৃশ্য উভয় সমান,
প্রত্যক্ষ-উজ্জ্বল-ভাবে নিত্য বিদ্যমান,
তৎসৎ হ'তে ওঁ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর,
যক্ষ, রক্ষ, সুরাসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
সুবিশাল-গ্রহাবধি বালুকার রেণু,
চৌরাশীলক্ষ যোনি, অণু, পরমাণু ;
—যেখানে যা' আছে যাহা ভাবে আনা যায়
ভাস্কির গ্রন্থেতে ব্যক্ত সরল ভাষায় !
বেদেতে বর্ণিত যাহা, বেদান্তেতে পা'বে,
পুরাণ-তন্ত্রেতে জীবে যা'কিছু শিখা'বে,
"তাও"-ধর্ম্মে প্রচারিত চীন-হূন-দেশে
"কাবালা"-"তালমদ্"-যিহুদার-উপদেশে,
যাহা কিছু ব'লে গে'ছে বুদ্ধ, জোরোস্তর,
যিশু,কৃষ্ণ, বেদব্যাস, কপিল, শঙ্কর ;
গ্রীসে, মিসরেতে কিম্বা অন্য কোন খানে
যে ঋষি যা' শিখাইল প্রকাশ্যে-গোপনে ;—
সব কথা সমন্বিত "সিক্রেট্-ডক্‌ট্রিনে।" *

* Secret Doctrine—মাদাম-ব্লাভস্কি-প্রচারিত এই মহাগ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধীয় প্রকাশ্য ও গুহ্য শিক্ষা বিশদরূপে বর্ণিত ব্যাখ্যাত ও আধুনিক পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান সহ সমন্বিত। মাদাম্ বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাদ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ তাঁহার প্রণীত নহে, "মহাত্মাগণ" কর্ত্তৃক যেরূপ যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছেন, সেই-

রূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র—এমন কি, সময়ে সময়ে আদত্ লেখাগুলিও তাঁহাদের নিকট হইতে আসিয়াছে, তিনি হুবহু নকল করিয়া লইয়াছেন। পুস্তকগুলি যে তাঁহার মস্তিষ্কপ্রসূত নহে এ কথা উড়াইয়া দিবার যো নাই, যেহেতুক পৃথিবীর নানা-দেশের নানাজাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত বহুবিধ শাস্ত্র সম্যক রূপে অধ্যয়নান্তে আয়ত্ত করা মনুষ্যের অসাধ্য। হাজার দীর্ঘায়ু হইলেও কাহারও ঐ সমস্ত প্রাচীনভাষায় লিখিত গ্রন্থরাশি সংগ্রহ করতঃ শুদ্ধ সেগুলি পাঠ করিতে পারাও অসম্ভব, হৃদয়-ঙ্গম করা ত দূরের কথা। এস্থলে উভয়সঙ্কট—যদি তাঁহার কথা অবিশ্বাস করা হয় তাহা হইলে অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তিনি স্বল্পকালমধ্যে ঐ সকল ভাষা সুচারুরূপ শিক্ষা করিয়া পুস্তকরাশি সংগ্রহ করতঃ এবম্প্রকার গভীরভাবে অধ্যয়ন ও জীর্ণ করিয়াছিলেন, যাহার ফল উক্ত গ্রন্থগুলি; তাহা হইলে ঘাড়-পাতিয়া মানিতে হইবে যে তাঁহার মত অলৌকিকশক্তিসম্পন্না, পণ্ডিতা, জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী মেধাবিনী, অধ্যবসায়শীলা পৃথিবীতে আর জন্মায় নাই সুতরাং তাঁহার কথা সকল অবশ্যমান্য; অন্যথা তাঁহার বাক্য গ্রহণ করতঃ বুঝিতে হইবে যে পুস্তকগুলি ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত, অতএব যথোচিত শ্রদ্ধাসহকারে ওগুলিকে পূজা করিতে আমরা বাধ্য। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে থিয়সফিকাল সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক "মহাত্মারা" জীবন্মুক্ত মহর্ষি ভিন্ন আর কিছুই নহেন। অধিক কি বলিব? ইহাদের একজন স্বয়ং সামবেদের কৌথুমীশাখার প্রণেতা; জীবের প্রতি বিশেষ করুণাপরবশ হইয়া এরূপ জ্ঞানবিতরণে ব্রতী হইয়াছেন!!! পাঠক যাহাই বলুন, ইহা কঠোর সত্য!

বৃদ্ধের বক্তৃতা* আর বৃদ্ধার শকতি†
করিলেক মুগ্ধ বহু ভারতবাসীরে,

* অল্কট সাহেব প্রধান প্রধান নগরে প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়া বিশেষ ফল দর্শাইয়াছিলেন! অনেক স্থানে মেস্‌মেরিজ্‌ম্‌ (mesmerism) সহকারে ইচ্ছাশক্তি (will-power) প্রয়োগ দ্বারা বহু প্রাচীন দুঃসাধ্য স্নায়বিক ব্যাধি আরোগ্য করিয়াও থিয়সফি প্রচারের সহায়তা করেন।

† ব্লাভাস্কির অসাধারণ শক্তি দ্বারা এরূপ অলৌকিক ব্যাপার সমূহ সম্পাদিত হয় যাহা সে সময়ে বিস্তর কঠোরহৃদয় অবিশ্বাসী শিক্ষিত ব্যক্তিকেও অবাক্‌ করিয়া বিশ্বাসের পথে—আস্তিকতার পথে—আনয়ন করে। এলাহাবাদের পাইওনিয়র (Pioneer) সংবাদপত্রের তৎকালিক সম্পাদক সিনেট সাহেব ( A. P. Sinnet ) তাহার বিশেষ দৃষ্টান্ত। ওরূপ তীব্র ভারতবিদ্বেষী কাগজের সম্পাদক কিরূপ দুর্দ্ধর্ষ লোক ছিলেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। তিনি মাদামের নিকট দীক্ষিত হইয়া পরে পূজ্যপাদ মহর্ষি কৌথুমীর প্রিয় শিষ্য হইয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের স্বহস্ত লিখিত বহু পত্রাদি তাঁহার নিকট মজুত আছে, কতক তৎপ্রণীত (Occult world) নামক গ্রন্থে প্রকাশিতও হইয়াছে। এই জড়বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত আজকাল তাঁহার বিলাতীয় ভবনে বসিয়া স্বকীয় প্রকাণ্ড লেবরেটরির (laboratory) সাহায্যে নানাবিধ প্রক্রিয়া ও গ্রন্থপ্রণয়ন দ্বারা থিয়সফি-প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য সহকারে গুপ্ত বিদ্যার অনুশীলন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

কিন্তু সাধারণ মধ্যে না হ'ল সুখ্যাতি,
বিস্তর দুর্ম্মুখ নিন্দা ঘোষিল অচিরে*—

কেহ বলেঃ—

দেখ দেখ এ ভারতে,
পাশ্চাত্য-জগত হ'তে,
আবির্ভূত নারী একজন;
পুরুষ জনেক তা'র
সঙ্গে আছে কর্ণধার,
অবোধ্য-অদ্ভুত দুইজন।
ভুলাই'ছে নরনারী
করিয়ে নানা চাতুরী,
খড়্গ হানি' বিজ্ঞানের শিরে;
ভোজের বাজীর বলে,
বিবিধ ছল-কৌশলে,
বহু শিষ্য করিল অচিরে।

* কতকগুলি শিক্ষিত-লোক কোনপ্রকার অনুসন্ধান না করিয়াই থিয়সফিকাল সোসাইটির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'ন, এবং বর্ত্তমান লেখকের দ্বারা বহুবিধ কথা প্রচারিত করেন। সে আজ পঁচিশ বৎসরের কথা। উক্ত অপকর্ম্মবৃদ্ধির জন্য লেখক এখন অনুতপ্ত।

অনেকের মনে আছে,
অল্পদিন হ'য়ে গে'ছে,
হোসেন-খাঁ নামে বাজীকর *
দেখাইল কত লীলা,
জীনাদি ভূতের খেলা,
মুগ্ধ হ'ল পণ্ডিত বর্ব্বর।
সে বাজীতে এ বাজিতে
নাহি ভেদ কোন মতে,
একই ভেল্কিতে দুই হয়।
কেবল হোসেন-ভাই
বলে নাই কোন ঠাঁই,
বাজীতে হইবে সমন্বয় ;—
সর্ব্বজাতি এক হ'বে,
বাজী-বলে মি'টে যা'বে
ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম্মের বৈষম্য ;
জ্ঞানের আলোক পা'বে,
সহজে সবে বুঝিবে
যাহা কিছু অচিন্ত্য-অগম্য।
হোসেন বুজ্রুক হ'য়ে
ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে
করে নাই শিষ্য অন্বেষণ ;

* হোসেন খাঁর বিষয় পরিশিষ্টে বর্ণিত।

সেও বাজী এও বাজী,
সেই এক কারসাজী,
কিছু আর না দেখি নূতন।

তবে ইঁহাদের ভোলে
কেন লোকে মরে ভু'লে ?
বুঝিতে না পারি কিছু মোরা।
হোসেনকেও কোন ঠাঁই
ধরিবারে পারে নাই,
তা'র বাজী দে'খেছিল যা'রা।

যদি এই বাজীকরে
এত লোকে পূজা করে,
হোসেন কি দোষ ক'রেছিল ?
অশিক্ষিত ব'লে বুঝি,
তা'র বাজী শুদু বাজী,
ইঁহাদের বাজী ধর্ম্ম হ'ল।

বড় দুঃখ হয় মনে,
শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গগণে
এইরূপে ভুল বুঝাইবে।
কোথায় ভাল শিখা'বে,
সত্যপথ দেখাইবে,
তা' না ক'রে মোহেতে ফেলিবে।

উদ্ধারের হেতু হ'য়ে,
নিজ-কর্ত্তব্য ভুলিয়ে
ভুলাই'ছ ভারতের মন ;
শিখাই'ছ ধর্ম্ম-কথা,
যাহা শুনি নাই কোথা, *
সব নর হ'বে নারায়ণ।

---

* এ কথা হঠাৎ সাধারণ লোকের নিকট নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় ; কিন্তু সকল শাস্ত্রেই মোক্ষের অর্থ ঈশ্বরত্ব লাভ। দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবেরাও সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য চারি প্রকার মুক্তির দ্বারা ভগবানের সহিত একত্ব বা একভাবাপন্নের অবস্থাই প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ভগবদ্ভক্তি দ্বারাও অনেক স্থলে প্রমাণিত হইয়াছে যে পরম ভক্তের সহিত তাঁহার কোনরূপ পৃথগ্‌ভাব নাই।

"ভক্তি, ভক্ত, ভগবন্ত, গুরু,—
চতুর্‌ নাম, বপূ্‌ এক।"

তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

"সোই জানে যেহ দেব ! জানাই।
"জানত তুম্‌হে তুমহি হোই যাই ॥"

অর্থাৎ, সেই তোমাকে জানিতে পারে যাহাকে তুমি জানাও, তোমাকে জানিলে তুমিই হইয়া যায়।

নানকেরও ঐরূপ কথা :—

"অনহদ শূন্য রতি সে কৈসে ?
যিস্তে উপজে তিসহি যৈসে।"

এ'স, এ'স, তবে ভাই!
চল যাই সেই ঠাঁই
যেথা এই দুই বাজীকর
অবোধ-শিশুর প্রায়
ভারতবাসীরে হায়!
নাচাই'ছে ধরি' দুই কর।

---

কেহ বলে :——
"মোগল-পাঠান হদ্দ হ'ল ফার্সি পড়ে তাঁতি ;—"
(সব) মুনি-ঋষি অন্ধকারে ভাস্কির হাতে বাতি।

---

' অর্থাৎ, সে কেমন যে অনহদ্দ শব্দে রত ?
যাহা হইতে জন্ম লইয়াছে সে যেমন।

"আমি ও আমার পিতা এক," যিশুর এই উক্তিতে অদ্বৈত-বাদই প্রচারিত। মুসলমানেরা ঘোর দ্বৈতবাদী হইলেও এ কথা ঘোষণা করিতে ছাড়েন নাই :—

"আদম্‌কো খোদা মৎ কহো,
আদম্ খোদা নহি।
লেকৃন্ আদম্ খোদাকে নুর্,
খোদাসে জুদা নহি॥"

অর্থাৎ মানুষকে ঈশ্বর বলিও না, মানুষ ঈশ্বর নয় ; কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের জ্যোতি, সুতরাং ঈশ্বর হইতে পৃথক্ নহে। অতএব ঈশ্বরের সঙ্গে যে আমাদের স্বজাতীয়তা আছে, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত।

শিব, শুক, নারদাদির হ'ল কি দুর্ম্মতি ?
ত্যজিয়ে সব আর্য্যসুতে ম্লেচ্ছের সঙ্গে প্রীতি।
যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, জনক কি হবে হে গতি ?
তোমরা থা'কতে অস্কট এ'সে পড়ায় মোদের শ্রুতি।
ফিরিঙ্গির মুখে বেদের বচন শু'নে হাসি পায় !
ধিক্ ! ধিক্ ! শতধিক্ ! মরি গো লজ্জায় !
অদ্ভুত-রহস্য যেমন বানরে গায় গান,
বোবার কথা শু'নে ব্যথা পায় কালা দিয়ে কাণ।
বৈষ্ণবকে ভাই বলিবে দুর্দ্দান্ত খ্রীষ্টান,
রহিল না ভেদাভেদ হিন্দু-মুসলমান।
আস্তিক নাস্তিক সব এক লাঙ্গলে বয়
ইহা হ'তে আশ্চর্য্য বল কিবা হয় ?
শাক্য, ঈশা, চৈতন্যাদি যাহা না পারিল।
তাহা সম্পাদিতে আ'জ ব্লাভাস্কি আইল ॥ *

* এ সকল কথা এখনও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারীর মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। অবশ্য এ শ্রেণীর লোক আসল কথার কোন খোজ-খবর রাখেন না, রাখিতেও চাহেন না, আত্মার-কল্যাণ-চিন্তা কখন করেন না, করিবার শক্তিও নাই; কেবলমাত্র অতিপ্রিয় ছিদ্রানুসন্ধান-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ইহাতে সস্তায় যেটুকু আমোদ সম্ভোগ করেন তাহাই লাভ এরূপ প্রলাপ গোটা কতক অসার অবান্তর ভাসা-ভাসা কথার উপরেই বেশ চলে। বর্ত্তমান লেখকও একদিন ঐ দলে মিশিয়াছিলেন।

কেহ বলে :—

একার্ণবে ডুবাইতে
অবতীর্ণ এ মহীতে
আশ্চর্য্য দুই শ্বেত-অবতার ;
ওঁকারের জ্যোতি আঁকা
—কৃষ্ণোপরে শুক্ল-লেখা,*
মহাসত্য করি'ছে প্রচার ;—
সবাই ঈশ্বর হ'বে
মহানন্দে নিবাসিবে
হিমালয়-পর্ব্বত-প্রদেশে ;
হিমেতে শীতল হ'বে,
শোক-তাপ দূরে যাবে,
ব্রহ্মাণ্ড রহিবে আত্মবশে।
ঈশ্বর বিশ্বের পাতা,
হর্ত্তা, কর্ত্তা, পালয়িতা,
একথা কি পণ্ডিতেরা মানে ?†

* মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত "থিয়সফিষ্ট" নামক ইংরাজী মাসিক-পত্রের মলাটের উপর সে সময়ে এই ভাবে ওঙ্কার ছাপা থাকিত।

† বাস্তবিক থিয়সফি এরূপ কথা কখন বলে নাই। প্রথম প্রথম বৌদ্ধভাবের অনেক মত প্রচারিত হওয়ায় থিয়সফিষ্টকে লোকে নিরীশ্বরবাদী মনে করিত।

বলিলেন যোগী-সবে,
নিশ্চয় এবার ভবে,
মনুষ্য বসিবে বিভু-স্থানে।
"মহাত্মা" হিমালয়ে
বলে'ছেন নিঃসংশয়ে,
যোগে অমরত্ব সবে পা'বে।
আস্তিক-নাস্তিক-বাদ—
ঘু'চে যা'বে বিসম্বাদ,
যোগেশ্বর-বিনা যোগ হ'বে।*
অনায়াসে হ'বে পার
এ অনন্ত-পারাবার,
চতুর্ব্বর্গ-ফল হাতে-হাতে।

* সে সময়ে আমাদেরও এ জ্ঞান ছিল না যে, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের সাধনা গুণবাচক উপাসনা দ্বারা হয় না। নির্ব্বিকার নিরঞ্জনের সাধনাকে অসম্পূর্ণ মানবী ভাষায় "যোগ" বলা হয়। যে কোন একটা উপায়ে চিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চল বৃত্তিগুলি নিরোধ করতঃ একাগ্রতা লাভ করিতে পারিলে যোগ-মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়, এবং ক্রমে "তত্ত্বমসি"—জ্ঞানের অধিকার দ্বারা জীব কৃতার্থ হইয়া থাকে। পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন আমার ভিতরেই বিদ্যমান রহিয়াছেন—প্রকৃত "আমি"র সঙ্গে অভেদ,—মোহের আবরণ উন্মোচন করিতে সক্ষম হইলেই বুঝা যায়। এ কথা সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কেহ যাহা পারে নাই,
মুহূর্ত্তেকে হ'বে তা'ই
এ বিচিত্র ভোজের-বাজীতে।
কেহ বলেঃ—
দশটাকা আগে আন্*
তবে ফু কে দিব কাণ ;
গুরুর এ আজ্ঞা না ছাড়িব ;
রূপচাঁদ মহামন্ত্র,
বেদ, পুরাণ, যোগ, তন্ত্র ;
দিবানিশি এ মন্ত্র জপিব।
মোরা গোরাচাঁদ সবে
নিশ্চয় জানি এ ভবে
স্বর্ণ-চাকী একমাত্র-সার ;
তাই এ'সেছি ভারতে
মন্ত্র সাধন করিতে
যাই বল কোথা' মোরা আর

* একটা নিয়ম আছে, সভ্য হইতে গেলে প্রবেশিকা মূল্য ১০৲ টাকা দিতে হয়। অনেকে হয় ত জানেন না যে, অসমর্থ পক্ষে স্বল্পমূল্যে বা বিনা মূল্যে ভর্ত্তি করা হইয়া থাকে। সে কালে ছিল, এখনও বিস্তর লোকের ধারণা যে এ টাকাটা কর্ত্তৃপক্ষের রোজগার। বাস্তবিক কথা এই যে, কর্ণেল অল্‌কট নিজের যথাসর্ব্বস্ব থিয়সফিকাল সোসাইটীর জন্য ব্যয় করিয়া-

শু'নেছি জে'নেছি কথা,
আর নাহি আছে কোথা',
সরল ধার্ম্মিক লোক সব ;—
একজন আগাইলে,
পশ্চাতে অনেকে চলে,
ঐক্য জম্বুকের যথা রব।
তোমরাই এই ভবে
অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিবে,
স্বার্থহীন সদাশয় ব'লে ;—
চিনির-বলদ সোজা,
বহি'ছ পরের বোঝা ;
আপত্তি করনা কোন কালে।
পর-চরণ সেবিতে ;
রত সদা হৃষ্ট-চিতে ;
তোমাদের এ বিচিত্র-ভাব
আর কোথা' দেখিনাই,
শুনিনাই কোন ঠাঁই ;
এ কেবল ধর্ম্মের প্রভাব।

---

ছেন। সোসাইটার যেরূপ খরচ তাহাতে প্রবেশিকা-মূল্যের সমষ্টি সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ বিশেষ। সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষ ও স্বেচ্ছা-সেবক-সেবিকাদের ত্যাগ স্বীকার দেখিলে অবাক্ হইতে হয়!!!

আর্য্যসুত সাধুজন
হ'য়ে সবে এক-মন
শুন এই অভিনব-ধর্ম্ম ;
তোমরাই এ জগতে
পারিবে হৃদে ধরিতে
থিয়সফির গূঢ়-কথা-মর্ম্ম।

আর্য্যগুরু পরিহরি'
এ'স সবে ত্বরা' করি',
লুটাও মোদের শ্রীচরণে ;
অনায়াসে হ'বে পার
এ সংসার-পারাবার,
সংশয় ক'র না কভু মনে।

সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জিয়ে,
সংসারে ফকির হ'য়ে,
আমাদের হাতে সব দিয়ে,
থাক সবে শান্ত-মনে
একতানে একধ্যানে
আমাদের চিরভৃত্য হ'য়ে।

গৌরাঙ্গের পদসেবা
বিনা বল কোথা' কেবা
পাইয়াছে ভবে পরিত্রাণ ?

অতএব কথা মান,
টাকা-কড়ি সব আন,
গুরু-গুর্ব্বী-পদে কর দান।
নাচিতে নাচিতে সবে
সশরীরে স্বর্গে যা'বে,
ঘু'চে যা'বে এ ভব-যন্ত্রণা।
কি ভয়, কি ভয়, তবে ?
কায়মনোবাক্যে সবে
কর ভাস্কি-পদ আরাধনা।

কেহ বলে :——
পূরাকালে বৃহস্পতি মাথা ঘুরাইয়া,
ব'লেছিল চার্ব্বাক বিশ্ব ধাঁধাইয়া।
সেই কথা খণ্ডাইতে বিজ্ঞ ছয় জন,
প্রচারিল মহাযত্নে ষড়্দরশন
যে ভারতে আছে সব এ হেন বিজ্ঞান,
সেথা তোমাদের কথায় কেবা দিবে কাণ ?
আর্য্যসুতে ভুলান তোমাদের কাজ নয়,
প্রকৃত যদ্যপি আর্য্যসন্তান সে হয়।
যাও যথা বাস করে অসভ্য-বর্ব্বর,
—সান্তাল, বুশমান, জুলু, অর্ব্বাচীন নর ;—

সে সব লোকের কাছে সম্মান পাইবে
দেবতা ভাবিয়া তা'রা চরণ পূজিবে;
সচন্দন-পুষ্প ল'য়ে যেরূপ সাদরে
হিন্দু নরনারী পূজে স্বর্গীয় অমরে,
সেইরূপ ভক্তি পা'বে মূঢ়জন মাঝে;
হেথায় চলে না মেকি আর্য্যের সমাজে।
আর্য্যশাস্ত্র মহাকষ্টি সোণাধরা-কল
অবহেলে ধ'রে ফেলে কৃত্রিম-নকল।
যে ক'জন ভক্ত গে'ছে তোমাদের দলে
উপযুক্ত আর্য্যসুত নয় কোন কালে,
সুমহাপণ্ডিত জ্ঞানী আর্য্য ঋষিগণ,
তাহাদের বংশে জন্মিয়াছে যেই জন,
সে কি কভু যায় ছু'টে পরের দুয়ারে,
গৃহে রত্নরাজি ফে'লে, ভিক্ষা করিবারে?

কেহ বলে

যে দেশেতে শ্রীচৈতন্য-শাক্য-অবতার,
অলৌকিক ভ্রাতৃভাব করিয়া প্রচার,
অদ্ভুত প্রেমের পথ করি' আবিষ্কার,
একজাতি একধর্ম্ম ভারতে সবার
করিবারে বহু-যত্ন-প্রয়াস পাইল;
তথাপি তা'দের চেষ্টা বিফল হইল;

সেথা কি সহজে হয় এরূপ ব্যাপার,
—একাকার করে হেথা হেন সাধ্য কা'র ?
যে মানুষ এতদূর কঠিন-হৃদয়,
সুকোমল প্রেম-ডোরে বদ্ধ নাহি হয়
ভেল্কি-বাজীতে তা'রে সহজে বাঁধিবে,
নিশ্চয় বাতুল সেই এ কথা যে ভা'বে ;
হিমাচলবাসী যোগী-ঋষির নামেতে
কে বল ভুলিবে শুদ্ধু কথার কথাতে ?

কেহ বলে :—

এদিকেতে শুনি তব ক্ষমতা অসীম,—
যোগবলে বধ করিয়াছ কত ভীম।
ক্ষুদ্র-ডিম্ব মধ্যে বিশ্ব যেই জন আনে
কেন বিদ্যুতের তারে সংবাদ সে জানে ?
যাতায়াত করে কেন রেলের-গাড়িতে ?
অনায়াসে উ'ড়ে যা'ক যোগের বলেতে।
যাহারা ভ্রময়ে পৃথ্বী চক্ষের পলকে
দেখা'তে পারে ব্রহ্মাণ্ড হস্ত-অমলকে
তা'রা কেন পত্র লেখে কোম্পানির ডাকে ?

* "মহাত্মা" দিগকে স্বীকার করা বড় সহজ বিশ্বাসের কথা নহে, উহা নিশ্চয় পূর্ব্বজন্ম সাধন-সাপেক্ষ, সুতরাং সাধারণের ভাগ্যে উহা কি প্রকারে আসিবে।

দশ টাকা-লোভে শিষ্য করে যা'কে তা'কে ?
বুঝেছি, বুঝেছি তোমাদিগের মনন,
এ'সেছ ভারতবর্ষ করিতে দোহন।
আর কি এ পোড়া দেশে আছে রত্ন-মণি ?
যা' ছিল সব ল'য়ে গে'ছে আলা'দ্দিন-খুনী।
বাকী যাহা কিছু ছিল দশজনে নিল,
সোণার-ভারত এবে শ্মশান হইল।
তোমাদের আর কিছু বলিবার নাই,
করযোড়ে শুদুমাত্র এই ভিক্ষা চাই,—
যা'কিছু লয়েছ ফি'রে দাও বা না দাও,
দুঃখিনী ভারতে ছাড়ি' দেশে চ'লে যাও।

কেহ বলেঃ—

(দে'খে) কেঁ'দে ভারতমাতা কয়,
আর নাহি সহ্য হয়
মূর্খ সন্তানের অত্যাচার।
সহিয়াছি অগণন
নানাবিধ উৎপীড়ন ;
(কত) কুপুত্র পীড়ন সব আর ?

* প্রভাস সোমনাথে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দুর্দ্দান্ত লুণ্ঠন-কারী মামুদ গজ্‌নবীকে আলাউদ্দিন-খুনা বলিয়া থাকে।

আর্য্যকুলে দিয়ে কালি,
নামেতে কলঙ্ক ঢালি'
ম্লেচ্ছ-শিষ্য হইলিরে আ'জ ;
ডুবালি বাপের নাম,
ডুবাবি মায়ের নাম,
হাসাইলি শত্রুর-সমাজ।

এ হেন দুর্জ্জন সুতে
না পারি বুকে ধরিতে,
সহে না, সহে না আর ব্যাজ ;
যা'ক দেশ রসাতল,
যা'ক অতলের তল,
পড়ুক তোদের মাথে বাজ।

সর্ব্ব সুখ তেয়াগিয়ে,
তোদের মুখ চাহিয়ে
ধরি তবু এ পোড়া জীবন
(কত) রত্ন-মণি অগণন
দিয়াছি রে বিসর্জ্জন
(শুদ্ধ) বুকে করি' আছি ধর্ম্মধন।

উদরান্ন-বস্ত্র-তরে
ভিক্ষা করি' পরদ্বারে
কাটি দিন সদা হেঁট-মুখে;

আমার আর কিছু নাই
সব বিদেশীর ঠাঁই
তবু ধর্ম্ম ল'য়ে আছি সুখে।

কেমনে পাষণ্ড হ'য়ে,
শরমের মাথা খে'য়ে
দিতে চা'স তা'ও ম্লেচ্ছ-হাতে ?
ধিক্ ! ধিক্ ! শত ধিক্।
আমার কপালে ধিক্ !
আর বৃথা বাঁচা এ জগতে।

গাণপত্য, সৌর, শাক্ত,
শৈব, রাম-কৃষ্ণ—ভক্ত,—
নামে সব মন উঠিল না ;
(শেষে) ভাস্কি-ভক্ত নাম ধ'রে
অতি-প্রফুল্ল-অন্তরে
ম্লেচ্ছের করিলি উপাসনা।

এত আর্য্য-আচার্য্যেতে
পারিল না কি বুঝা'তে ?
বিধর্ম্মী নারীর শিষ্য হ'লি ;
অনার্য্য-পদ পূজিতে
লজ্জা কি হ'ল না চিতে ?
ডুবিলি, আর আমারে ডুবা'লি

ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল
ভাবিয়ে না পায় স্থল
অভ্রান্ত-বেদান্ত অন্ত না পায় যাঁহার,
তাঁহারে ভাস্কি বুঝাবে,
এও কি কভু সম্ভবে ?
তোদের আমি কি বলিব আর ?

পূর্ব্বকথা-আলোচনা,
প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা
করিতে শকতি যদি নাই,
(তোদের) বহুবিজ্ঞ সহোদর
আছে মম বংশধর,
কেন না যা'স তাহাদের ঠাঁই ?

যদ্যপি থাকে সংশয়,
তা'রাও সব মহাশয়,
বুঝাইয়া দিবে অবহেলে ;
লভিতে জ্ঞান-ভাণ্ডার
যাইতে হ'বে না আর
ম্লেচ্ছ-নরনারী-পদতলে।

জানি আমি সবিশেষ,
মূর্খের দোষ অশেষ,
কুপুত্রকে কভু না পারিব ঃ—

মূর্খ-পুত্র দুর্য্যোধন
মোর ক'রেছিল পণ ;—
বিনাযুদ্ধে কিছু নাহি দিব।

সেই বর্ব্বরের দোষে
কিছু না রহিল শেষে ;
হ'তে হ'ল মোরে ভিখারিণী
কুপুত্রের বার-বার
সহি' কত অত্যাচার
হ'য়েছি পথের কাঙ্গালিনী।

কুপুত্র যত্তপি হয়,
কুমাতা কখন নয় ;
তাই বাছা বলি শতবার'
বিশ্বতত্ত্ব-দরশন
কর সবে অধ্যয়ন,
ঘু'চে যা'বে সব অন্ধকার।

ভাস্কির গ্রন্থ কয় খান
প'ড়ে যদি হয় জ্ঞান
তা' হ'লে আর ভাবনা কি ছিল ?
আমার কোলেতে বসি'
গ্রন্থ কত রাশি রাশি
কি জন্যে সুপুত্রেরা রচিল ?

কি বলিব অধিক আর ?
চেয়ে দেখ্ একবার,
ক'জন বিদ্বান্ ভাস্ক আছে।
যে সকল পুত্র মোর
ধীমান্, পণ্ডিত ঘোর
মুখ পায়না ভাস্কি তা'দের কাছে।

অজ্ঞান মাদ্রাজাঞ্চলে
ভাস্কির বুজ্‌রুকী চলে
বাঙ্গালায় কল্কি নাহি পায়।
ভেল্কি বাজীর বল
পণ্ডিতে বুঝে সকল.
সুধীগণ ধরা নাহি দেয়।

ছেলে-ধরা ছে'লে ধরে,
বোকা ছেলে ধরা পড়ে
বুদ্ধিমান্ পলায় হাসিয়া।
বুদ্ধিবল বড় বল
সিংহ হ'ন হত বল
শশকের কলেতে পড়িয়া।

এই ভাবে বহু লোক বহু কথা
করিল প্রচার,
যা'র যা' আইল মনে নাহি বোধ
নাহিক বিচার।
কেবল কথায় নহে শেষ, উপদ্রব
কত না করিল,
গুরুতর অপরাধ কত মহাত্মার
স্কন্ধে আরোপিল।
আশ্রিত-পালিত এক দম্পতী
অতীব দুর্জ্জন
শুধু ঈর্ষ্যাবশে মাত্র ষড়যন্ত্র
গড়িল ভীষণ।*
কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা দেখাইল,
বিবিধ কৌশলে
সাজাইল, রটাইল কুৎসা কত
নানা-ছলে-বলে।
মিথ্যাকথা কভু জয়ী নাহি হয়
চিরকাল-তরে,

* কুলোম্ব (Coulomb) নামক দম্পতী বহুদিনের পরিচিত; দুরন্ত জানিয়াও ব্লাভাস্কি তাহাদিগকে আশ্রয় দেন। ইহারাই খ্রীষ্টান্ পাদ্রীদের যোগে এক ষড়যন্ত্র করে।

দিনেক দু'দিন চলে ভাল, বায়ুতে
মিশায় তা'র পরে।
কুচক্রীর দল হইল পরাস্ত
চূণ-কালি গালে ;
"যতোধর্ম্ম স্ততোজয়" — ব্যর্থ নাহি
হয় কোন কালে।
নিষ্কাম-পরসেবা জীবনের
ব্রত যে জনার
তাহে অপদস্থ করে, এ বিশ্বে
হেন সাধ্য কা'র ?
বিধাতা সহায় যা'র তা'রে কেবা
মারিবারে পারে ?
সত্য-প্রেম-বলে বলী যেই তা'র ভয়
নাহি ত্রিসংসারে।

পরীক্ষার স্থান এই সংসার বিশাল,
মানুষের পক্ষে যেন সদা তুষানল :
বিশেষ যাহারা সাধু, তা'দের জীবনে
তিলমাত্র নাহি সুখ, নিয়ত তুফান ;—
ঘোর অত্যাচার মধ্যে সতত বসতি।
—বিভু-প্রেম-লীলা এই ভক্তজন-উদ্ধার-কারণ

মহামনা দয়াময়ী ব্লাভাস্কি-রমণী,
সহিলেন কত উপদ্রব, কত বা যন্ত্রণা,
শক্র-মিত্র উভয়ের হাতে, নাহিক গণনা।
অবশেষে ইঙ্গভূমে ত্যজিলেন তনু।
বিপক্ষ ভাবিল, বুঝি গেল থিয়সফি;
কিন্তু বিধির বিধানে হ'ল বিপরীত,
বাড়িল বিক্রম, তেজ, প্রভাব, প্রচার।
উপযুক্ত-শিষ্যা-হস্তে ভার সমর্পিয়ে
গে'লেন অমরধামে আশা দিয়ে সবে,—
শীঘ্র ফিরিবেন কার্য্যক্ষেত্রে দশগুণ
শকতি সঙ্গেতে, ধরাধামে জয়যুক্ত
হ'বে থিয়সফি পরমেশ্বর-আদেশে।
তাঁ'র পথ-পানে চেয়ে আছি মোরা সবে,
কবে আসিবেন ল'য়ে শত-মাতঙ্গের বল।

এ এক নূতন যুগ ভারতে উদয়
বৈষ্ণবী-বেসান্ত-দেবী-সনে
অদ্ভুত জীবন তাঁ'র বিচিত্রতাময়
সুখ-দুঃখ-ভোগ-অগণনে।
যত দুঃখ তত সুখ, বিধির বিধান
সর্ব্বদা সর্ব্বথা প্রচারিত,

কিন্তু লীলাময়ের এই প্রেমলীলা-স্থান
বিশেষ ভাবেতে সুশোভিত।
আধ্যাত্মিক-মানসিক-সাংসারিক-জ্বালা,
কল্পনাতে ভাবিলে শিহরি,
কত বা না সহিলেন সুধীরা অবলা,
ধৈরযের যাই বলিহারি!
বিটপী-পর্ব্বত হারে সহিষ্ণুতা হেরি,
ধরিত্রীও বলে ধন্য ধন্য!
কি যে অত্যাচার, উৎপীড়ন, আহা-মরি!
শোক-তাপ অসংখ্য-অগণ্য।
এই তোলপাড় মাঝে অচলা-অটলা
ছিলেন নিয়ত সাধ্বী-নারী,
তিলেকের জন্য কভু নহেন চঞ্চলা
ভ্রমেতেও সত্য পরিহরি'।
স্বার্থবশে স্বপনেও অন্যায়-ভাবনা
করে নাই চিত্ত কলুষিত;
মানুষের-সয়তানের সহস্র তাড়না
পারে নাই করা'তে অহিত।
অবসন্ন দেখে নাই কেউ দারুণ বিপদে,
সম্পদেও নহে উল্লসিত।
যোগিনী-লক্ষণ প্রদর্শিত পদে-পদে
লক্ষ্য সদা সত্য-পানে স্থিত।

# কলিযুগ।

সরলতা-নিষ্ঠা-প্রেম-দয়া মূর্ত্তিমতী,
পবিত্রতা হৃদয়-ভূষণ
পরদুঃখকাতরা সর্ব্বদা পুণ্যবতী,
ব্যস্ত নিবারণে উৎপীড়ন।
এ হেন মহোচ্চ-জীব ভারতে উদয়,
আমাদের বড় ভাগ্য বল;
পুনরায় সনাতন-ধর্ম্ম-অভ্যুদয়
বেসান্তের চেষ্টাতে কেবল।
প্রতীচ্য-বিজ্ঞান আর প্রাচ্য দরশন,
ব্যুৎপন্ন সম্যক্ উভয়েতে।
তা'না হলে ভারতবাসীর প্রাণ মন
কেন বল মজিবে ইঁহাতে?
আর্য্য-ধর্ম্ম-ভাবের উদ্ধার অতীব যতনে
করি'ছেন দেবী-মহামতি;
এরূপ জীবেরে বল আমরা কেমনে
না করিব অশেষ ভকতি?
সবলে করিয়া ছিন্ন নাস্তিকতা-পাশ
যে বিশ্বাস হৃদয়ে উদিত,
তাহার প্রতাপ-প্রভা অতুল-বিকাশ,
কত পাপী করে উদ্ধারিত।
কি উদ্যম! কি উৎসাহ! কত বা প্রভাব!
সাধ্য, কা'র পরিমাণ করে?

অবাক্ হ'য়েছে দে'খে পুণ্যময়-ভাব
বাল-বৃদ্ধ-যুবা-নারী-নরে।
কিবা শোভা, কিবা আভা প্রকাশ মুখেতে
এ বৃদ্ধ-বয়সে কান্তি কত!
সাত্ত্বিক-আহার, শুদ্ধাচারের বলেতে
পুষ্ট দেহ, প্রফুল্লতা যত।
দর্শনাদি-শাস্ত্রে মান, পুরাণে ভকতি,
গভীরতা সর্ব্বত্র সমান;
বেদোপনিষদে শ্রদ্ধা অদ্ভুত শকতি
সমন্বয়ে কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান।
কাশীর কালেজ তাঁ'র কীর্ত্তি সুমহান্
উদ্ধারিতে ধর্ম্ম-সনাতন।
প্রিয় তাঁ'র ভারতের হিন্দু, মুসলমান,
পার্শী, শিখ, জৈন, বৌদ্ধগণ।
ধর্ম্মগ্রন্থ করিলেন কত প্রণয়ন,
কেবা তা'র করিবে গণনা?
শাস্ত্রের ব্যাখ্যানে সদা আছেন মগন,
ভাষণের নাহিক তুলনা।
কদাচারী-কদাহারী-ইংরাজ-গৃহেতে
জন্ম যা'র সে বল কেমনে
পূর্ব্বাচার পরিহরি' আসিয়ে ভারতে
কাটে দিন বিশুদ্ধ-ভোজনে?

বিলাসবর্জ্জিত, তৃপ্ত যোগীর আহারে,
সহজ কথাটী বড় নয়
ইউরোপীয়-নারী-পক্ষে কলিযুগ-ঘোরে ;
—অগ্নি কি শীতল কভু হয় !
এতকাল যে ভাবেতে কাটিল জীবন,
একেবারে ত্যক্ত সে সকল
শেষ-বয়সেতে, বল কে পারে এমন
বিনা ঈশ্বরের কৃপাবল ?
পট্টশাড়ী-পরিধান, নগ্নপদ, গলে
রুদ্রাক্ষ-মালা শোভমান,
পক্বকেশ, সাহাস্যবদন, যেন ভালে
তৃতীয়-নয়ন বিদ্যমান ;
এ হেন জীবেরে যেই না করে প্রণাম
অবনত হ'য়ে ভক্তিভরে,
কি বলিব তা'রে আর ? কিবা তা'র নাম
নাহি জানে দেবতা বা নরে।
এ'স তবে চল যাই বেসান্ত নিকটে
উপদেশে পাইব জীবন ;
এখন যে বেঁচে আছি বিপদে সঙ্কটে,
একরূপ জীয়ন্তে-মরণ।
জু'ড়াবে তাপিত-প্রাণ সে বাণী শুনিয়ে,
দেহ-মন পবিত্র হইবে ;

ভব-ব্যাধির ঔষধি দিবেন বলিয়ে;
আর কোন ভয় না রহিবে

সহকারী কয়জন বেসান্তের যাঁরা,
য়ুরোপে, মার্কিণে, কিম্বা ভারতবর্ষেতে,
শ্রদ্ধা-ভক্তি-কৃতজ্ঞতা তাঁহাদেরও দাবী
আছে মোদের নিকটে ! পূজনীয় তাঁরা-
সদা রত মানব-সেবায়, জ্ঞান-বিতরণে,—
সংসার-হিত-অনুষ্ঠান জীবনের ব্রত।
কৌথুমী শ্রীচরণে করিয়া প্রণাম,
ইঁহাদেরও সকলেরে করি নমস্কার;
শান্তি ! শান্তি !! শান্তি !!!

"কেন আর কর দ্বেষ বিদেশী-জন-ভজনে ?
ভজনের লিঙ্গ নানা, নানাদেশে নানাজনে।
কেহ মুক্তকচ্ছ ভজে, কেহ হাঁটু গাড়ি পূজে,
কেহ বা নয়ন মুদি' থাকে ব্রহ্ম-আরাধনে
কেহ যোগাসনে পূজে, কেহ সংকীর্ত্তনে মজে,
সকলে ভজিছে সেই একমাত্র কৃষ্ণধনে।
অতএব ভ্রাতৃভাবে, থাক সবে সুসদ্ভাবে,
হরিভক্তি সাধ সদা, এ জীবনে বা মরণে।"

কে, না, দত্ত

শান্তি ! শান্তি !! শান্তি !!! হরি ! ওঁ।

# পরিশিষ্ট।

## অতীন্দ্রিয় শক্তি।

"Modern Science is only rediscovering the discoveries made by the ancients and which have since been forgotten."

যাহা কিছু আমরা বুঝিতে না পারি বা আমাদের দ্বারা সম্যক্-পরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর বহির্ভূত বলিয়া বিবেচনা করি, তাহা হয় অলীক অস্বাভাবিক বলিয়া উড়াইয়া দিই, অথবা লোকচক্ষুর অগোচর কোনপ্রকার দৈবশক্তি সম্ভূত বোধে তৎসম্বন্ধে আলোচনা-অনুসন্ধানে পরাঙ্মুখ থাকি। পরন্তু আ'জ-কা'ল বিজ্ঞ প্রবীণ বৈজ্ঞানিক পুরুষগণ এবম্প্রকার ঘটনাসমূহকে বিশ্লেষণ করতঃ উহাদিগকে অধুনা-আবিষ্কৃত নৈসর্গিক নিয়মাদির অধীনে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং তাঁহাদের সেই চেষ্টা ফলবতীও হইতেছে। অবশ্য এই শ্রেণীর বুধগণ সমস্তই ইউরোপীয়; আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ওরূপ ধীমান্ নিতান্ত বিরল।* কারণ, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পুরুষ হইবার জন্য যে প্রণালীতে শিক্ষা আবশ্যক, তাহার ব্যবস্থা ভারতে এ পর্য্যন্ত

* আমাদের এই হীনাবস্থাতেও যখন ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ও ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় অধ্যাপকদ্বয়ের মত বৈজ্ঞানিক গবেষক অতুল প্রতিভা দ্বারা দিগন্তব্যাপী প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, তখন বিলক্ষণ আশা করা যায়, এ দুর্দ্দিন শীঘ্র ফুরাইবে।

হয় নাই। তা'রপর নিরপেক্ষভাবে গবেষণা করিবার উদার প্রবৃত্তি আ'জও আমাদের মধ্যে পঁহুছে নাই। পতঞ্জলির দেশে এরূপ সংকীর্ণভাবের জড়তা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রত্যক্ষ যখন দেখা যাইতেছে, তখন অস্বীকার করিবার উপায় কোথায়? পাশ্চাত্য-শিক্ষার বিকৃত ফলস্বরূপ আমাদের এই অবনতি। "বিশ্বকোষ সমূহের অন্তর্গত সমস্ত সংবাদ মস্তকে বহন করিবার শক্তি থাকিতে পারে, অথচ একটা বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষমতা নাই, ইহা অসম্ভব নহে।" * মার্কিন পণ্ডিত উইলিয়মস্ সাহেবের এই উক্তি সমীচীন। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির এই দশা!—চিনির বলদ!

কিছুদিন হইল, "চিত্রা ও গৌরী" নামক একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস-পুস্তিকাতে গ্রন্থকার হারাণ চন্দ্র রক্ষিত দুই একটী অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ করায় অনেকের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন; পরন্তু আধুনিক ইউরোপীয় নভেল সমূহে ওরূপ ব্যাপারের বিস্তর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, নিম্নে কয়েকটী প্রকৃত বৃত্তান্ত পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতেছে। নিবেদন এই যে, তাঁহারা

* A man may pack his head with all that lies between the covers of all the encyclopædias and yet be incapable of a single intellectual thought. The graduate, fresh from the University of California has an immensely greater store of knowledge than had Leonardo Da Vinci; but how vast is the difference between them in the quality of mind:—Introduction to the study of Yoga Aphorisms of Patanjali by Geo. C. Williams.

নিরপেক্ষভাবে এতদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করতঃ একটা সুমীমাংসায় উপনীত হ'ন।

বিগত শতাব্দীর অর্দ্ধেক তখনও শেষ হয় নাই, কোন মুসলমান-গ্রামে জনৈক ক্ষীণতনু কদাকার জটাধারী হিন্দুসন্ন্যাসী উপস্থিত হয়েন। ওরূপ ক্ষেত্রে গ্রামের বালকগণ প্রায়ই এবম্বিধ কিম্ভূতকিমাকার লোকের পশ্চাতে ছুটিয়া থাকে; বিশেষ তাহাদের মধ্যে হিন্দুযোগীর আগমনে মুসলমানবালকদিগের কুতূহল উত্তেজিত হইবারই কথা। দুষ্ট বালকেরা কেহ সন্ন্যাসীকে বিদ্রূপ করিতেছে, কেহ তাহার প্রতি ঢিল ছুড়িতেছে, কেহবা চীৎকার সহ হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে পশ্চাদ্গামী। এমন সময় ধীরপ্রকৃতি একটী বালক তথায় আসিয়া তাহাদের চপলতার নিন্দা সহকারে বলিল, "ফকির হিন্দু হইলেও তাহাকে অবজ্ঞা করা অন্যায়, সকল জাতীয় সাধুই সম্মানার্হ।" অতগুলি দুষ্টপ্রকৃতির মধ্যে একজনকে ওরূপ শিষ্ট দেখিয়া সন্ন্যাসী তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। অতঃপর যোগী কিছুদিনের জন্য সেই গ্রামের প্রান্তে অবস্থিতি করেন; বালকটী প্রত্যহ তাঁহার নিকট গিয়া বসিত ও নানাবিষয়ে আলাপ করিত। ক্রমে তাহার চরিত্র ও কথোপকথনে প্রীত হইয়া একদিন সাধু তাহাকে বলিলেন, "যদি তুমি ঠিকঠাক্ আমার উপদেশানুরূপ কার্য্য করিতে পার, আমি তোমাকে অলৌকিক শক্তি প্রদান করিতে প্রস্তুত।" বালক প্রতিশ্রুত হইয়া দীক্ষা গ্রহণান্তর চল্লিশ দিবস উপবাস-সহকারে কতকগুলি ক্রিয়াতে ও কয়েকটী মন্ত্র জপে নিযুক্ত থাকে। অবশেষে একদিন নিরম্বু-উপবাসী থাকিয়া নিকটস্থ পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিতে এবং তথায় যাহা নয়নগোচর হয়, তাহা জানাইতে

গুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলে, কম্পান্বিতকলেবরে নিবিড়তমসাচ্ছন্ন গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বালক দেখিল,—সেই গভীর অন্ধকার ভেদ করতঃ এক প্রকাণ্ড দীপ্তিমান্ চক্ষু দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে ;—ভয়ঙ্কর দৃশ্য ! কোনপ্রকারে বাহিরে আসিয়া গুরুকে সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন,—"যাও, তোমার সিদ্ধি হইয়াছে।" তদনন্তর কতকগুলি উপলখণ্ড দেখাইয়া তদুপরি এক একটী যন্ত্র * আঁকিতে অনুমতি করিলেন ; আঁকা শেষ হইলে আজ্ঞা দিলেন,—"বাড়ী যাও, তথায় আপন প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ করতঃ নবপরিচিত ব্যক্তিকে প্রস্তরগুলি তোমার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হুকুম দাও।" এবম্প্রকারে উপদিষ্ট হইয়া বালক গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ যথাবিধানে কার্য্য করিলে পাথরগুলি তাহার পদপ্রান্তে আনীত হইল। প্রক্রিয়া সফল দেখিয়া সন্ন্যাসীসকাশে তদ্বার্ত্তা জানাইলে, তিনি বলিলেন,—"প্রদর্শিত চিহ্ন যে দ্রব্যের উপর আঁকিবে, তাহা ঐ প্রকারে আয়ত্তাধীনে আসিবে ; কিন্তু জানিও, উক্ত শক্তি দ্বারা যাহা কিছু তুমি পাইবে, তাহা তোমার নিকট স্থির না থাকিয়া সত্বর হস্তান্তরে যাইবে।" সাধুর এই কথাগুলি বরাবর ফলিয়া আসিয়াছিল।

উল্লিখিত বালকের নাম হোসেন। ইনি সিপাহীবিদ্রোহের ঠিক পরবর্ত্তী সময়ে কলিকাতায় আসিয়া বহুদিন তথায় হোসেনখাঁ জিন্নী নামে প্রখ্যাত ছিলেন। আমাদের সমবয়স্কদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার বুজ্রুকী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কলুটোলার প্রসিদ্ধ ধনকুবের ৺হীরালাল শীলের কাশীপুরস্থ

* Mystic Sign.

রমণোদ্যানে হোসেনখাঁ প্রায়ই শীলমহাশয়ের বন্ধুবান্ধবগণের আমোদার্থ তামাসা দেখাইতেন :—কাহারও পকেট হইতে ঘড়ি উড়াইয়া দিলেন, কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল উহা বাগানের কোন বৃক্ষশাখায় দোদুল্যমান; কাহারও হাতে ফল-মূল-খাদ্য-দ্রব্যাদি শূন্য হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল;—এবম্বিধ অনেক আজগুবী কাণ্ড তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইত।

ইংরাজ-মহলেও হোসেনখাঁর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। লাহোর গবর্ণমেণ্ট-কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাধ্যাপক ওমান সাহেব তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"Several European friends of mine had been personally acquainted with Hossain Khan, and witnessed his performances in their own homes. It is directly from these gentlemen, and *not from Indian sources* that I derived the details which I now reproduce." *

অর্থাৎ ওমানের ইউরোপীয় বন্ধুগণ মধ্যে অনেকের সহিত হোসেনখাঁ বিশেষ পরিচিত ছিলেন; তাঁহাদের গৃহে গিয়া হোসেন তামাসা দেখাইতেন। উক্ত বন্ধুবর্গের মুখে যেরূপ শুনিয়াছেন, তদ্রূপ প্রকাশিত;—কোন ভারতীয় ব্যক্তির অতিরঞ্জিত কাহিনী নহে।

ওমান সাহেবের ইংরাজ বন্ধুগণ তাঁহাকে বলেন যে, হোসেনখাঁ তামাসা দেখাইয়া তজ্জন্য কখন কোনপ্রকার পারিশ্রমিক বা

* The Mystics, Ascetics and Saints of India.—By John Campbell Oman. প্রবন্ধের সংবাদগুলি প্রায়শঃ এই গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

পারিতোষিক লইতেন না। দর্শকদের মধ্যে যে কেহ যে কোন রকম জিনিষের ফরমাশ করিতেন, টেবিলের নীচে বা দরজার পাশে হাত বাড়াইলেই তাহা উপস্থিত হইত। এই প্রকারে তাঁহারা কতবার অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে কত দ্রব্য পাইয়াছেন ও ব্যবহার করিয়াছেন;—বিস্কুট, কেক্, চুরট, কলিকাতার বড় বড় দোকানের ছাপ-মারা নানাবিধ-মদ্যপূর্ণ বোতল, ইত্যাদি। একদা কোন সাহেবী মজ্‌লিসে পানীয় ফুরাইয়া যাওয়ায় সভাস্থ জনৈক ইংরাজ বিদ্রূপচ্ছলে টিট্‌কারি দিয়া বলিলেন, "কেন? হোসেন-খাঁ এখনই আমাদিগকে অনায়াসে এক বোতল শাম্পেন আনাইয়া দিতে পারেন।" এতচ্ছ্রবণে হোসেন একটু ব্যস্ত হইয়া বারাণ্ডায় গিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চভাবে কোন অদৃশ্য-শক্তিকে এক বোতল শাম্পেন আনিতে হুকুম দিলেন। দুই তিনবার চীৎকারের পর আকাশ হইতে এক বোতল শাম্পেন আসিয়া তাঁহার বুকে আঘাত করতঃ মাটিতে পড়িয়া চুর্‌মার্ হইয়া গেল। তখন হোসেন বলিয়া উঠিলেন, "আমি আমার ক্ষমতা দেখাই-লাম; কিন্তু আমার আদেশ অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া জিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে।"

ওমানের কোন ইংরাজবন্ধু একদা হোসেনখাঁর সহিত রেলে এক গাড়িতে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে কোন রকম পানীয় চাওয়ায় হোসেন তাঁহাকে গাড়ীর জানালা দিয়া হাত বাড়াইতে বলেন; তদ্রূপ করিবামাত্র সাহেবের হস্তে এক বোতল উৎকৃষ্ট সুরা আসিয়া পঁহুছে।

ওমান সাহেবের আর একটি ইউরোপীয় বন্ধু হোসেনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভোদ্দেশে তাঁহার সহিত খুব

ঘনিষ্টতা করিয়াছিলেন। এক দিন দুই জনে গাড়ী হাঁকাইয়া বড়বাজার দিয়া যাইতেছেন, হোসেন গাড়ী থামাইতে বলিলেন। পরে উভয়ে নামিয়া কোন রোকড়ের দোকানে গেলেন এবং হোসেন গিনি কিনিবার প্রস্তাব করিলেন। দোকানদার লোহার সিন্দুক হইতে কয়েকটী গিনি বাহির করিয়া দেখাইল। হোসেন সেগুলি একটু বিশেষ ভাবে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলেন এবং দামে না বনায় লওয়া হইল না, এইরূপ প্রকাশ করিয়া ফেরত দিলেন। তৎপর দিবস আবার দুই জনে সেই দোকানে গিয়া জানিলেন, ঠিক সেই কয়টী স্বর্ণমুদ্রা তালা-চাবীর ভিতর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। তদবধি সাহেব ভীত হইয়া হোসেনের সঙ্গ ত্যাগ করেন।

( ২ )

লাহোর হইতে প্রচারিত ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখের সিবিল-মিলিটারি গেজেটে প্রকাশ:—

ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবান্দ্রম্ নগরে কয়েক বৎসর হইল, এক জন যোগী আসিয়া তত্রত্য পদ্মতীর্থম্ নামক সরোবরতীরস্থ বটবৃক্ষমূলে আসন স্থাপিত করেন। কোথা হইতে আগমন, কোন্ জাতীয় বা কোন্ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, কেহ বলিতে পারে না। প্রথম অষ্টাহকাল মধ্যে তিনি দুইতিনবারমাত্র কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও দুই একটা রম্ভা পানাহার করেন; ক্রমে উপবাসকাল বর্দ্ধিত হইয়া তিন চারি মাস পরে একেবারে অনশনব্রতাবলম্বী হ'ন। এই ভাবে একটা অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে হাত-পা গুটাইয়া তিন বৎসরকাল পড়িয়া ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে

একবারও উঠেন নাই, বসেন নাই, কোন কথা কহেন নাই, কাহারও দিকে তাকান নাই, এমন কি স্বয়ং রাজ্যেশ্বর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নাদি করাতেও কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। শীত, হিম, রৌদ্র, বৃষ্টি, ধূলি, কর্দ্দমের মধ্যে একাবস্থায় ধীর-স্থির ভাবে অবস্থান করতঃ বিলক্ষণ দ্বন্দসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া অল্পদিন হইল সন্ন্যাসী তনুত্যাগ করিয়াছেন। জীবিত-কালে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সহস্র সহস্র লোক ইঁহাকে দণ্ডবৎ করিতে আসিত।

( ৩ )

পঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃতসর নগর শিখদিগের প্রধানতীর্থ গুরুদ্বারার জন্য বিখ্যাত। তথায় সর্ব্বদা বহুবিধ সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে। ওমান সাহেব বলেন :—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন জলন্ধর-প্রদেশে ভয়ঙ্কর প্লেগের প্রাদুর্ভাব, তখন পঞ্জাবময় একটা ঘোর বিভীষিকা উপস্থিত হয়। রোগের প্রভাবে যত না হউক সরকারী বন্দোবস্তের অত্যাচারের ভয়ে প্রজাকুল আকুল হইয়াছিল। সেই সময় অমৃতসরে একজন সাধু আসিয়া নগরের বাহিরে কোন সরোবরতীরে আসন স্থাপন করতঃ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করেন যে, অমৃতসরে যাঁহাতে প্লেগ না আসিতে পারে তজ্জন্য তিনি তথায় উপস্থিত; অতএব প্রত্যহ দীন দুঃখীদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হউক। যেহেতু উহাই তাঁহার মতে প্লেগাসুরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার প্রকৃষ্ট উপায়। তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য হইয়াছিল এবং অমৃতসরে প্লেগ প্রবেশ করিতে পারে নাই।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের কোন রজনীতে অমৃতসর নগরের বাজারে একজন সন্ন্যাসী দোকানে দোকানে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিলেন। জনৈক ধনমদমত্ত ক্ষেত্রী * বেণিয়ার দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি অতি রুক্ষ বচনে বলিলেন, "গায়ে এমন ভাল কাপড়, আবার ভিক্ষা কেন?" অপরাহ্নের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক সেই দিবস সন্ন্যাসীকে একখানি নূতন বস্ত্র দান করেন; তদ্দ্বারা তাঁহার অঙ্গ আবৃত ছিল। বেনিয়ার কটুবাক্যে সাধু ক্ষুণ্ণ হইয়া নিকটস্থ ময়রার দোকান হইতে একটু আগুন আনিয়া তাহার সম্মুখে সেই গাত্রাবরণখানি দগ্ধ করণান্তর প্রস্থান করিবামাত্র বেনিয়ার দোকানে হঠাৎ আগুন লাগিয়া তাহা ভস্মসাৎ হইয়া গেল এবং তৎসহ আরও কয়েক খানি দোকান-ঘর, বিস্তর সম্পত্তি ও কয়জন মানুষ নষ্ট হইল। আগুন লাগিবামাত্র ক্ষেত্রী ভায়ার চৈতন্যোদয় হয়। তখন সন্ন্যাসী-বাবাকে খুঁজিবার জন্য চারিদিকে লোক ছুটাইয়া দেন; কিন্তু তাঁহাকে আর কোথাও পাওয়া গেল না।

* আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা, ক্ষেত্রী ও ক্ষত্রিয় একই কথা। অধুনা বঙ্গদেশবাসী কোন কোন ক্ষেত্রী নামের পশ্চাতে বর্ম্মণ শব্দযোগ করিতে আরম্ভও করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় এবং রাজপুত একজাতিরই দুইটী নাম, এবং তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত উপাধির অধিকারী। উত্তর-পশ্চিম, অযোধ্যা ও পঞ্জাব প্রদেশে ক্ষেত্রীরা ছোট বড় সকল প্রকার বৃত্তি-ব্যবসায়ে নিযুক্ত। এই হেতু ইহাদের মধ্যে উচ্চনীচ বিস্তর বিভাগ; এক অপরের সহিত আদান প্রদান করেন না। ক্ষেত্রিগণ বণিকসম্প্রদায়ভুক্ত এক সঙ্করজাতি।

( ৫ )

আর এক সময় অমৃতসরের কোন পসারী বা গন্ধবণিকের দোকানে আসিয়া জনৈক সন্ন্যাসী—"বাবা! দেহ জ্বলিয়া যাইতেছে, এক ছিলিম চরস ভিক্ষা দিয়া শীতল কর," বলিয়া নিবেদন জানাইলে পসারী উত্তর দেয়, "যাও, জ্বলিয়া মর।" প্রত্যুত্তরে সন্ন্যাসী কহেন,—"আমাকে কেন? তোমাকে অগ্নি আক্রমণ করুক।"

ক্রোধভরে উক্ত কয়টী কথা উচ্চারণ করিয়াই সাধু তথা হইতে প্রস্থান করেন; এবং তাহার অব্যবহিত পরেই পসারীর দোকানে অকস্মাৎ আগুন লাগে। পসারীর ধ্রুববিশ্বাস যে সন্ন্যাসীর অসন্তোষই তাহার বিপদের কারণ। সুতরাং সে অগ্নি-নির্ব্বাপনের চেষ্টা না করিয়া তাঁহার অন্বেষণে ছুটিল; এবং চক্‌বাজারের জনতার মধ্যে তাঁহাকে পাইয়া পদতলে লুটাইয়া পড়িল। পসারীর নানাবিধ কাতরোক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার গৃহদাহ এখন অনিবার্য্য; পরন্তু যখন তুমি স্বীয় অপরাধ বুঝিতে পারিয়া তজ্জন্য অনুতপ্ত, তখন উহা দ্বারা তোমার লাভ বৈ লোকসান হইবে না।" আশ্বস্তচিত্তে পসারী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সমস্ত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে; অবশেষে অনুসন্ধান দ্বারা ভস্মস্তূপাচ্ছাদিত একরাশি রৌপ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় সন্ন্যাসীর বাক্যের সার্থকতা বুঝিতে পারিল। দোকানের বঙ্কাল শিকড়-বাকড়ের সহিত দগ্ধ হইয়া এক চাঁই দস্তা রজতে পরিণত হয়।

( ৬ )

কয়েক বৎসর হইল হিমালয়প্রদেশ হইতে একজন প্রকৃত

সাধুচরিত্রের সন্ন্যাসী অমৃতসরে উপস্থিত হইয়া নগরের প্রান্তে কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ অবস্থিতি করেন। ওমান সাহেবের পরিচিত কোন পঞ্জাবী যুবক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত থাকে। নিতান্ত অনুরক্ত দেখিয়া সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে তাহাকে কিমিয়া প্রস্তুত রৌপ্য বিক্রয় করিতে দেন। তাহার মূল্যদ্বারা অন্যান্য দ্রব্যাদি সহ প্রত্যেকবার কিছু কিছু তাম্রমুদ্রা আনাইয়া লইতেন। একদা উক্ত যুবাভক্ত সাধুর নিকট কিমিয়া-প্রক্রিয়া * শিক্ষা করিবার অভিলাষ প্রকাশ করায় তিনি বলেন, "ভারতে কেবল মাত্র এক ব্যক্তি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আছেন, তিনি মহারাজা, আমি রাজা; তিনি রূপাকে সোণা করেন, আমি তামাকে রূপা করি। পবিত্র চিত্ত পরার্থপর মানুষ ভিন্ন অপরের পক্ষে এ বিদ্যা শুভঙ্করী নহে। তুমি উহা শিখিতে এখনও উপযুক্ত হও নাই। এ বিদ্যা লোপ পায় তাহাও বাঞ্ছনীয়; তবু যেন অপাত্রে প্রদত্ত না হয়, ইহা আমাদের বিশেষ লক্ষ্য জানিবে।" রজনীযোগে প্রক্রিয়া হইত বলিয়া যুবাকে রাত্রিতে কুটীরের নিকট থাকিতে দেওয়া হইত না; সুতরাং সে ব্যক্তি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর নগরে গিয়া নিশিযাপন করিত ও প্রাতঃকালে ফিরিত। একরাত্রি সে সহরের কোন বেশ্যার কুহকে পড়ে; পরদিন যথাসময়ে কুটীরে পুনরাগমন করিলে সন্ন্যাসী তাহাকে অপবিত্র জানিয়া নিকটে আসিতে নিষেধ করেন। অলৌকিক শক্তিদ্বারা তিনি তাহার অপরাধ টের পাইয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া যুবা স্বীয় দোষ স্বীকার করতঃ

* Transmutation of metals by Alchemy.

বিশেষ কাকুতিমিনতি সহকারে বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করাতে সন্ন্যাসী উত্যক্ত হইয়া কুটীরে অগ্নিপ্রদান করতঃ হিমালয়ের দিকে অগ্রসর হয়েন। যুবাও তাঁহার পশ্চাতে ছুটিতে থাকে; কিছুদূর গেলে তিনি তাহাকে পশ্চাদ্ধাবমান দেখিয়া রোষকষায়িতলোচনে সুদীর্ঘ লৌহচিম্‌টা উত্তোলন করতঃ তাড়া করেন। কাজেই যুবা বেচারী প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। সন্ন্যাসীকে আর কখন অমৃতসরে দেখা যায় নাই।

( ৭ )

* ন্যূনাধিক পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল, ভারতের কোন স্থানে একটী নূতন ছাউনী † বসিতেছিল। পল্টনের কর্ম্মচারিগণ অর্থাৎ কাপ্তেন, কর্ণেল প্রভৃতি আপনাপন বাংলা নির্ম্মাণ জন্য সরকার হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হ'ন। তিনি জন অফিসর * তাঁহাদের বাসোপযোগী গৃহের জন্য একটী স্থান নির্দ্দেশ করেন। গৃহারম্ভের পূর্ব্বে জনৈক চীরাচ্ছাদিত মলিনকায় ফকির তাঁহাদের নিকট আসিয়া বারম্বার সবিনয় প্রার্থনা করে যে, উক্ত পবিত্র ভূমিখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের অন্যত্র গেলে ভাল হয়। ইংরাজ সৈনিক পুরুষেরা তাহার কথা "অসঙ্গত—কুসংস্কার" বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেন। তখন ফকির-বেচারী অত্যন্ত উত্তেজিত ও রুষ্ট হইয়া সাহেবত্রয়কে শাপ দেয় যে, তাঁহারা প্রত্যেকে অপঘাতমৃত্যুতে নিধনপ্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহাদের বাংলা বিনষ্ট হইবে।

* "Nature's mysteries"—by A. P. Sinnet হইতে গৃহীত

† Military Cantonment.

* Officer

ঊনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বলালোক প্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গপুরুষেরা এরূপ বাতুলের অভিসম্পাত একদম্‌-ছুট্‌ করিতে বাধ্য, সুতরাং নিরুদ্বেগে বাংলা নির্ম্মিত হইল। পরন্তু অত্যল্পকালমধ্যে আফিসরদের এক জন পোলো-খেলায় * ঘোড়া হইতে পড়িয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিও তাহার কিছুদিন পরে ঐ প্রকারে ঘোড়া হইতে পড়িয়া মারা যা'ন এবম্বিধ দুর্ঘটনাদ্বয় দ্বারা চিত্ত বিচলিত হওয়ায় তৃতীয় ব্যক্তি ছুটি লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। বিদায়কাল ফুরাইলে তিনি ভারতে প্রত্যাগমনান্তর নৌকাডুবিতে গঙ্গাগর্ভে সমাহিত হ'ন। বজরাতে দুই জন সাহেব ছিলেন, তন্মধ্যে ইনি বিলক্ষণ সন্তরণপটু থাকা সত্ত্বেও প্রাণ হারাইলেন; অপর ব্যক্তি সাঁতার মোটেই জানিতেন না বলিলেও চলে, অথচ তিনি রক্ষা পাইলেন। অবশেষে পরবর্ত্তী বর্ষাকালে ভয়ানক বন্যা আসিয়া ভাগীরথীতীরস্থ বাংলাটী জাহ্নবীজলে ভাসিয়া গেল। ফকিরের কথা সম্পূর্ণ হইল। †

* Polo

† এসব ত গেল গ্রন্থগত সম্বাদ:—বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা মহানগরীতে এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা অতীন্দ্রিয় শক্তিসহকারে বহুতর অদ্ভুত সেবাসাহায্যের কার্য্য দ্বারা দূরস্থ নিকটস্থ দুঃস্থ বিপন্ন ব্যক্তিগণের মহোপকার সাধন করিতেছেন; অথচ কেহ তাঁহাদিগকে জানে না, চিনে না, তাঁহাদের কোন প্রকার খোঁজ খবরও রাখে না। একজন বাঙ্গালী যুবাকে আমরা জানি, যিনি সস্ত্রীক মাসে চারি টাকা মাত্র ব্যয়ে দৈনিক-আহারের কার্য্য সমাধা করেন; পরন্তু তাঁহাকে সময়ে সময়ে এক থোকে পাঁচ সাত হাজার টাকা দিয়া সঙ্কটাপন্ন লোককে উদ্ধার করিতে দেখা গিয়াছে। ইঁহার পরার্থপরতা ও পরদুঃখ কাতরতার নিকট স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও পরাস্ত বলিয়া মনে

উপসংহারে এইমাত্র বক্তব্য যে, আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ যাহা স্বীকার করিতে এপর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়েন নাই, তাহা আমরা অসম্ভব অস্বাভাবিক বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকি। আমাদের পরবংশীয়েরা যখন ঐ সকল ব্যাপার প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ নয় বলিয়া গ্রাহ্য করিবেন, তখন তাঁহারা আমাদের বুদ্ধির তারিফ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না; যেমন আমরা এখন আমাদের পূর্ব্বগতদিগের সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়া থাকি। অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন নিউটন যখন বাষ্পীয়-শক্তি দ্বারা শকটাদি পরিচালনের আভাস দিয়াছিলেন, তখন ফরাসী পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ বল্টেয়ার উহা অনৈসর্গিক, সুতরাং বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বলিয়া নিউটনের কথার অযৌক্তিকতা স.ব্যস্ত করিতে সমূহ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তজ্জন্য আমরা আ'জ বল্টেয়ারকে যেরূপ বাহবা দিয়া থাকি, কালে আমরাও সেইরূপ বাহবা পাইব সন্দেহ নাই। যাহা হউক, মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি ক্ষমতা এখনও কতদূর বাড়িতে পারে, সে সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীর প্রধান বৈজ্ঞানিক টেস্‌লা কি বলিতেছেন,—পাঠকবর্গের গোচরার্থ তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

হয়। এই শিল্পিযুবক যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন, স্ত্রীপুরুষ দু'জনের সামান্য খরচ বাদে সমস্তই পরদুঃখদূরীকরণ জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। জাপানী-যুদ্ধের সময় তাঁহার গুরু স্থূলদেহ এখানে রাখিয়া জাপানীদের সাহায্যার্থ সূক্ষ্মদেহে প্রায়ই জাপান গমন করিতেন। এই সকল মহাত্মা অতি গোপনে কাজ করিয়া চলিয়া যা'ন; নিজেদের নাম বা কার্য্যাবলী কিছুতেই সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হইতে দেন না। ধন্য ই'হাদের মহিমা!!!

According to the adopted theory, first formulated by Lord Kelvin, all matter is composed of a primary substance of inconceivable tenuity, vaguely designated by the word "Ether." The atom of an elementary body is differentiated from the rest of this substance, which fills all space, merely by movement, as a small whirl of water in a calm lake.

All matter, then, is merely whirling ether. By being set in movement, ether becomes matter perceptible to our senses, the movement arrested, the primary substance reverts to its normal state and becomes imperceptible. This theory of the constitution of matter is not merely a beautiful conception, which in its essence is contained in the old philosoply of the Vedas, but a physical truth ; then if ether-whirl or atom be shattered by impact or slowed down or arrested by cold any material, whatever it be, would vanish into seeming nothingness and conversely, if the ether be set in movement by some force, matter would again form. Thus, by the help of a refrigerating machine or other means for arresting ether movement, and an electrical or other force of great intensity for forming ether whirls, it appears possible for man to annihilate or to create at his will all we are able to perceive by our tactile sense."—Nicola Tesla.

তাৎপর্য্য এই যে, লর্ড কেল্‌বিনপ্রমুখ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে সমুদয় জড় বস্তু ইথার নামক পদার্থের ( আকাশের )

রূপান্তরমাত্র। ঐ ইথারকে জড়ে পরিণত করিতে গেলে তাহাকে অনবরত পাক খাওয়াইয়া রাখিতে হয়; সেই পাক আবার বন্ধ করিতে পারিলে, যখন সম্পূর্ণ এলাইয়া পড়ে, জড়ের আকৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। টেস্‌লা স্বীকার করেন যে, জড়-পদার্থ সম্বন্ধে এই মত আমাদের প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রেও প্রচারিত। উপরোক্ত সত্য অবলম্বন করিয়া উত্তাপ [illegible] ইথারকে পাক খাওয়াইবার এবং সেই পাক ব[illegible] করিতে পারিলে জড় বস্তুর সৃষ্টি ও নাশ সম্পা[illegible] এবম্বিধ প্রক্রিয়ার জন্য টেস্‌লা যন্ত্রাদির প্রয়োগ [illegible] পরন্তু মানবের প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তাহা [illegible] চেষ্টায় সম্ভব।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনা ও অদৃশ্য শক্ত্যাদির [illegible] ব্যাপার সমূহের বর্ণনাকালে মহাত্মা সিনেট সাহেব [illegible] খানি গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, স্থূলবুদ্ধি সাধারণ লোক [illegible] কথা শুনিলে "কি আশ্চর্য্য!"—"কি কাকতালীয় [illegible]" বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করতঃ ক্ষান্ত হইয়া থাকেন; [illegible] ভাবেন না যে, বিনাকারণে অকস্মাৎ এরূপ সংযোগ-সমাবেশ হওয়া অসম্ভব। বিশেষ যখন দেখা যায়, সংসারে [illegible] ঘটনাবলী সর্ব্বদাই ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। *

* The thick-headed common place person says [illegible] curious!" "What an odd coincidence!" Never [illegible] to calculate the millions to one that stand against the [illegible]bility that any such coincidences can be due to chan[illegible] the gross absurdity of supposing them due to chance [illegible] they are multiplied in number.—Nature's Mysteries.

A. P. Sinnet.